জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

উড়ল রেললাইন

ফের মাওবাদীদের তাণ্ডব। ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুর ডিভিশনের রাংরা-করমপাড়া রুটের রেললাইনে আইইডি বিস্ফোরণ। ওই সময় কোনও ট্রেন না আসায় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে

মনসুন ফ্লোতেই বৃষ্টি

মনসুন ফ্লোতেই ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। ফলে নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণে ভারী বৃষ্টি

দিল্লি এইমসে শনিবার রাতে মৃত্যু হল ওড়িশার অগ্নিদগ্ধ নাবালিকার

শ্রীনগর বিমানবন্দরে বিমান কর্মীদের মারধর সেনাকর্তার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭২ ● ৪ অগাস্ট, ২০২৫ ● ১৮ শ্রাবণ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 72 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 4 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী-অভিষেক-সহ বিশিষ্টজনেরা

বাংলা নাকি বাংলাদেশি ভাষা শাহ'র পুলিশের নির্লজ্জ চিঠি

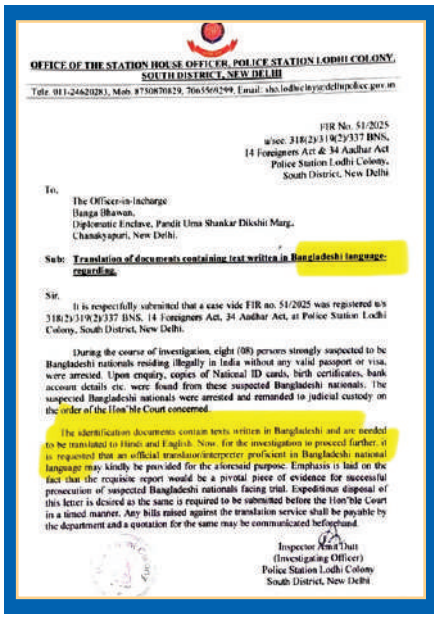

প্রতিবেদন : বাংলা-বাঙালিবিরোধী বিজেপি, বাংলা ভাষাবিরোধী বিজেপি। পদে পদে তার প্রমাণ দিচ্ছে। বিজেপি বাংলা-বিদ্বেষের সমস্ত সীমা পার করে ফেলেছে। বিজেপির রাজ্যগুলিতে একের পর এক বাংলাভাষী শ্রমিকদের হেনস্থা ও থানায় আটকে নির্যাতন-নিপীড়ন এবং পুশব্যাকের ষড়যন্ত্র চলছে। এবার অমিত শাহর দিল্লি পুলিশ পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করল বাংলা ভাষার উপর। নির্লজ্জতার চরম সীমায় পৌঁছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলে দাগিয়ে দিল। ধিক্কার কেন্দ্রের সরকারকে, ধিক্কার বিজেপিকে। যাদের অঙ্গুলিহেলনে বাংলার

OFFICE OF THE STATION HOUSE OFFICER, POLICE STATION LODHI COLONY, SOUTH DISTRICT, NEW DELHI

Tele. 011-24620283, Mob. 8750870829, 7065569299, Email: sho.lodhiclny@delhipolice.gov.in

FIR No. 51/2025
u/sec. 318(2)/319(2)/337 BNS,
14 Foreigners Act & 34 Aadhar Act
Police Station Lodhi Colony,
South District, New Delhi

To,
The Officer-in-Incharge
Banga Bhawan,
Diplomatic Enclave, Pandit Uma Shankar Dikshit Marg,
Chanakyapuri, New Delhi.

Sub: Translation of documents containing text written in Bangladeshi language-regarding.

Sir,

It is respectfully submitted that a case vide FIR no. 51/2025 was registered u/s 318(2)/319(2)/337 BNS, 14 Foreigners Act, 34 Aadhar Act, at Police Station Lodhi Colony, South District, New Delhi.

During the course of investigation, eight (08) persons strongly suspected to be Bangladeshi nationals residing illegally in India without any valid passport or visa, were arrested. Upon enquiry, copies of National ID cards, birth certificates, bank account details etc. were found from these suspected Bangladeshi nationals. The suspected Bangladeshi nationals were arrested and remanded to judicial custody on the order of the Hon'ble Court concerned.

The identification documents contain texts written in Bangladeshi and are needed to be translated to Hindi and English. Now, for the investigation to proceed further, it is requested that an official translator/interpreter proficient in Bangladeshi national language may kindly be provided for the aforesaid purpose. Emphasis is laid on the fact that the requisite report would be a pivotal piece of evidence for successful prosecution of suspected Bangladeshi nationals facing trial. Expeditious disposal of this letter is desired as the same is required to be submitted before the Hon'ble Court in a timed manner. Any bills raised against the translation service shall be payable by the department and a quotation for the same may be communicated beforehand.

Inspector Amit Dutt
(Investigating Officer)
Police Station Lodhi Colony
South District, New Delhi

অসাংবিধানিক, অবমাননাকর ও দেশবিরোধী, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : দিল্লি পুলিশের চিঠি হাতে পেয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, এই চিঠি অবমাননাকর, অপমানের এবং ঘোরতর অসাংবিধানিক ও দেশবিরোধী। অমিত শাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দিল্লি পুলিশ। তাঁর মন্ত্রক বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলছে। ভুলে যাবেন না, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ এই ভাষাতেই কথা বলতেন। এই ভাষাতেই লেখা হয়েছে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় স্তোত্র। কোটি কোটি (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঝঞ্ঝা

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অমাবস্যার রাতে
খোঁচা লাগল ভীমরুলের চাকে,
ড্রাগনের দাঁত রচনা করার
কলা নিপুণের হাতে।
মাকড়সার জাল আর মৌচাক
সুনিপুণ গড়া। নেইকো ফাঁক
ছুঁলেই ছোঁবে, স্পর্শ দেবে
রেহাই মেলা মুশকিল।
রাত-ঝঞ্ঝা ঝরা পাতা
সামলানো বড় বালাই
সব নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও
প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

প্রতিবাদ সর্বত্র ক্ষুব্ধ বিশিষ্টরা

ঐতিহ্য-মর্যাদাকে অপমানিত করা হচ্ছে, তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে তৃণমূল।

দিল্লির বঙ্গভবনের অফিসার ইন-চার্জকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে, যেটি পাঠিয়েছেন লোধি কলোনি থানার তদন্তকারী অফিসার ইন্সপেক্টর অমিত দত্ত। চিঠির বিষয়ে দিল্লি পুলিশ বাংলাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলে উল্লেখ করেছে। বিজেপির পুলিশের এই কাণ্ডকারখানায় চরম ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষুব্ধ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিন্দায় সরব হয়েছেন বাংলার বিশিষ্টজনেরাও। এদিন তৃণমূলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (এরপর ১২ পাতায়)

পরিকল্পনা করেই বাংলাকে হেয় করা হচ্ছে : অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যগুলিতে ভাষাসন্ত্রাস এবং বাংলাভাষীদের উপর একের পর এক আক্রমণ শুরু হয়েছে। কিন্তু সব সীমা ছাড়িয়ে গেল দিল্লি পুলিশ। বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে সরকারিভাবে চিঠি লিখে বঙ্গভবনের কাছে পাঠিয়েছে। ক্ষিপ্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এটা কোনও সাধারণ ভুল নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পরিকল্পিত চক্রান্ত। উদ্দেশ্য, বাংলাকে অপমান করা। বাংলার ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার নোংরা রাজনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সরাসরি এটা সংবিধানের অষ্টম তফসিলের ৩৪৩ নম্বর ধারাকে উপেক্ষা করেছে। বাংলাদেশি বলে কোনও ভাষা নেই। বাংলাকে বিদেশি ভাষা বলার আসল লক্ষ্য হল বাংলাকে অপমান করা এবং আমাদের পরিচিতি ও সংস্কৃতিকে আক্রমণ করা। বাঙালিরা তাদের মাতৃভূমিতে বিদেশি নয়। আর এই কারণেই বিজেপিকে বাংলাবিরোধী এবং জমিদার বলা হয়। এরা দেশের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে সম্মান দেয় না। ভেদাভেদে বিশ্বাস করে। গোটা ঘটনার কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে অভিষেক বলেছেন, (এরপর ১২ পাতায়)

ডিটেনশন ক্যাম্প! আতঙ্কে আত্মঘাতী কুঁদঘাটের প্রৌঢ়

মৃতের শোকার্ত স্ত্রীর পাশে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ইনসেটে দিলীপ সাহা।

প্রতিবেদন : বিজেপির তৈরি করা বাংলাদেশি-আতঙ্ক কেড়ে নিল বাংলার নাগরিকের প্রাণ। দেশের লজ্জা। সভ্যতার লজ্জা। দক্ষিণ কলকাতার কুঁদঘাটের আনন্দপল্লির বাসিন্দা দিলীপকুমার সাহা (৬০)। বিজেপির তৈরি করা বাংলাদেশি-আতঙ্কে ভেঙেচুরে খান-খান হয়ে গিয়ে শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন প্রৌঢ়। রবিবার সন্ধ্যায় প্রয়াত দিলীপের বাড়িতে যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, কেন্দ্র শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। (এরপর ১২ পাতায়)

আজ মুখ্যমন্ত্রী জরুরি বৈঠকে

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) নামে ন্যায্য ভোটারদের নাম বাতিলের নয়া চক্রান্ত কমিশনের হাত ধরে বিজেপির। প্রতিবাদে গোটা দেশ উত্তাল। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত তৃণমূলের উদ্যোগেই ৮ অগাস্ট, শুক্রবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে ধরনা-বিক্ষোভ ইন্ডিয়া জোটের। তার আগে দলের গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি-বৈঠক ডাকলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার বিকেল সাড়ে চারটেয় নেত্রীর ভার্চুয়াল বৈঠকে দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা ছাড়াও থাকবেন দলীয় নেতৃত্ব। এই মুহূর্তে এসআইআর অন্যতম ইস্যু। নিশ্চিতভাবে সে-নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ৫ অগাস্ট বিকেল ৪টেয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 August, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০৫ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের (১৯০৫-১৯৯১) জন্মদিবস। প্রখ্যাত বেতারশিল্পী, নাট্যকার, আবৃত্তিকার ও বংশীবাদক। তাঁর উদাত্তকণ্ঠে স্তোত্রপাঠের সুবাদে বেতারে 'মহিষাসুরমর্দিনী' রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আজও মহালয়ার সকাল আর ওই অনুষ্ঠান সমার্থক। বাংলায় প্রথম ফুটবলের ধারাবিবরিণী তিনিই দিয়েছিলেন।

১৭৯২ শেলি (১৭৯২-১৮২২) এদিন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। গীতিকাব্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টার অমর কবিতাগুলোর মধ্যে আছে 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড', 'টু আ স্কাইলার্ক' ইত্যাদি। 'দ্য মাস্ক অব অ্যানার্কি'র মতো রাজনৈতিক ব্যালাডেরও সৃজন হয়েছে তাঁর লেখনী থেকে।

১৯৩১ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস (১৯১০-১৯৩১) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বোমাপ্রস্তুত করার সময় সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হন। মাস্টারদার নির্দেশে ১৯৩০ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি এবং কালী চক্রবর্তী চাঁদপুর স্টেশনে ইনস্পেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যা করতে গিয়ে তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন। ২২ মাইল দূরে গিয়ে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা আমার অনেক বেড়ে গেল।'

২০২০ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮-২০২০) এদিন প্রয়াত হন। বাঙালি কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

২০০৭ ফিনিক্স রওনা দিল মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। প্রায় এক বছর পর এই মহাকাশযান নামে লালগ্রহের মাটিতে। জানায় সেখানকার মাটির তলায় জলের অস্তিত্ব।

১৯২৯ কিশোরকুমারের (১৯২৯-১৯৮৭) জন্মদিবস। আসল নাম আভাষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর গানে আমরা আজও মুগ্ধ। শেষ গানটি জীবদ্দশায় মুক্তি পায়নি। মৃত্যুর পর, ২০১২-তে নিলামে সেটির দাম হয়েছিল ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, এমনই বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর। গান গাওয়া, গান লেখা, সংগীত পরিচালনা, এসবের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন বহু ছবিতে। অভিনেতা হিসেবে তাঁকে পর্দায় শেষ দেখা গিয়েছে 'চলতি কা নাম জিন্দেগি' ছবিতে।

১৯৬১ বারাক হুসেন ওবামা এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন ২০০৯-এ। তিনিই প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান যিনি এই পদে আসীন হন।

১৮৭৫ হ্যান্স অ্যানডারসনের (১৮০৫-১৮৭৫) রূপকথার গল্প বলা শেষ হল এদিন। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। 'লিটল মারমেড' থেকে 'দি এম্পেরর্স নিউ ক্লোথস', 'দ্য স্নো কুইন' থেকে 'দি আগলি ডাকলিং'— ছেলেবুড়ো সবারই কল্পনার আকাশে এসব গল্পের বুনন তাঁরই।

১৯৫৫ ওয়েটিং ফর গডো প্রথম মঞ্চস্থ হল লন্ডনে। স্যামুয়েল বেকটের লেখা এই নাটক পরবর্তী কালে 'বিশ শতকের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ইংরেজিতে লেখা নাটক' হিসেবে স্বীকৃত হলেও প্রথম রজনীতে উপস্থিত দর্শকদের প্রায় অর্ধেক মাঝপথে বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যান। যাঁরা শেষ পর্যন্ত নাটকটি দেখেন তাঁরা অবশ্য নাটক শেষে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

১৯৪৪ অ্যানে ফ্রাঙ্ক ও তাঁর পরিবার নাৎসিদের গেস্তাপো বাহিনীর হাতে এদিন ধরা পড়েন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৫। পরের বছর জার্মানিতে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে তাঁকে মেরে ফেলা হয়। পরবর্তীতে এই কিশোরীর লেখা দু বছর ধরে সপরিবারে নিভৃতাবাসের দিনলিপি উদ্ধার হয়। প্রকাশিত হলে বিপুল চাহিদার কারণে সেটি বিশ্বের ৭০টি ভাষায় অনূদিত হয়।

১৭০৪ জিব্রালটার ব্রিটেনের দখলে এল। স্পেনের বাহিনী হার স্বীকার করার পর এখানে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর জয়কেতন উড়ল। অ্যাডমিরাল জর্জ রুক ছিলেন এই সাফল্যের কারিগর।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ গৌরব, সঙ্গে অনিন্দ্য ও শন

■ গৌরী খান, সঙ্গে শাহরুখ ও রানি

■ তামান্না

পার্টির কর্মসূচি

জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বরগামী পুণ্যার্থীদের জন্য জলসত্র শিবিরে উপস্থিত বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, উপপ্রধান-সহ পুর প্রতিনিধিবৃন্দ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬৩

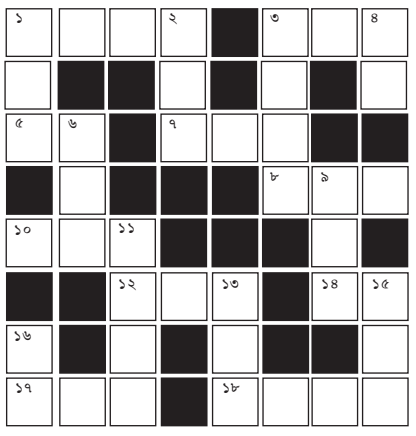

পাশাপাশি : ১. প্রিয়, পছন্দের ৩. গাছ ৫. হত্যা, হনন ৭. কৃপণ ৮. রাত্রি, নিশা ১০. গালিগালাজ ১২. সেই কারণে ১৪. —বাছতে গাঁ উজাড় ১৭. শক্তি ১৮. সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ।

উপর-নিচ : ১. প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি ২. টাকা ৩. নদী পর্বত প্রভৃতির নিকটবর্তী ভূমি ৪. মদিরা ৬. —ভাঙা পণ ৯. শক্ত বা কঠিন ১১. জোড়াতালি ১৩. হিমালয়প্রদেশের পার্বত্য জাতিবিশেষ ১৫. ডোবা ১৬. মাসার্ধ, পনেরো দিন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬২ : পাশাপাশি : ১. অপুষ্পফলদ ৬. মই ৮. জল্পক ৯. রণপোত ১০. দেবাশিস ১২. সুদিঠি ১৩. লজ ১৫. জঙ্গল বিহার। **উপর-নিচ :** ২. পুলক ৩. ফলকর ৪. দম ৫. আজবাদেকাল ৭. ইস্পাতকঠিন ১১. সওয়াল ১২. সুরাহা ১৪. জজ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

4 August, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৪ অগাস্ট ২০২৫
সোমবার

কাকার হাতে ভাইপো খুন। মৃতের নাম দেবাশিস খাঁ। বজবজ থানার নিশ্চিন্দিপুর মনসাতলার ঘটনা। আটক কাকা আশিস খাঁ

বাংলা ভাষাকে পরিকল্পিত অপমান বিদ্বেষের প্রতিবাদে সাংস্কৃতিক মহল

প্রতিবেদন: বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে দাগিয়ে দেওয়ার নোংরা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে দিল্লি পুলিশের নির্লজ্জ আচরণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সারা দেশ। গর্জে উঠলেন বিশিষ্টজনেরা। যে বাংলা ভাষা দেশের গর্ব, পৃথিবীর পঞ্চম ভাষা হিসেবে স্বীকৃত, যে ভাষার জন্য অবলীলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে শত শত মানুষ, সেই বাংলাভাষার অপমান সইবে না কেউ। রাজনীতি করতে গিয়ে নিজেদের ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েই চলেছে বিজেপি। এবার বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠছে শিল্পীমহল। বাংলা ভাষাকে অপমানের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছেন গণ আন্দোলনের। যেখানে শামিল হতে চলেছে সংস্কৃতি মহল।

আবুল বাশার : দিল্লি ভাষাসন্ত্রাস শুরু করেছে। এই ভাষা দিয়ে আমরা জগতে পরিচিত। এই ভাষা হারিয়ে গেলে তো বাঙালিই থাকে না। ফ্যাসিসিজম চালাচ্ছে দিল্লি। এর বিরুদ্ধে সব বাঙালিকে এগিয়ে এসে গণ আন্দোলনে নামতে হবে। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত করা হয়েছে। দিল্লির সংযত হওয়া উচিত। এরপর গণ আন্দোলন শুরু হলে দিল্লি সামাল দিতে পারবে না।

গৌতম ঘোষ : যে বাংলা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি লড়াই করেছে সেই বাংলাকেই লাগাতার অপমান করছে দিল্লি। এই রকম চলতে থাকলে বিষয়টা গণ আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে। বাংলা এত সহজে হারবে না।

শিবাজি চট্টোপাধ্যায় : দিল্লি পুলিশের সাহস কীভাবে হয় বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলার? ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘাত বাধানোর চেষ্টা। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবৃতি দেওয়া উচিত। দেশের টাকার পিছনে যে বাংলা ভাষা লেখা থাকে তাহলে কি সেটা বাংলাদেশি টাকা হয়ে যায়?

রূপম ইসলাম : এটা কী? ভারতের ২২টি সরকারি ভাষার মধ্যে বাংলা নেই? এটাকে কেন বাংলাদেশি ভাষা বলা হল? এটা অজ্ঞতা ও মূর্খতার উদাহরণ।

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়: বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি বলে উল্লেখ। দায়িত্বশীলদের থেকে একদম যে ধরনের অবজ্ঞা আমি প্রত্যাশা করি, তাতে একদমই আশ্চর্য হইনি।

■ বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ বিধানসভার বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ নিউবারাকপুরের দক্ষিণ কোদালিয়া মহিলা অধিবাসীবৃন্দের 'রক্তাপর্ণ' অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, পুরপ্রধান প্রবীর সাহা-সহ অন্যরা।

বাংলা বললে বাংলাদেশি! তবে হিন্দি বললে পাকিস্তানি

বিজেপি চাইছে ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ

প্রতিবেদন : বাংলাভাষী ও বাঙালিদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির রাজ্যগুলি পরিকল্পিত চক্রান্ত চালাচ্ছে। এবার বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে দেগে দিয়ে বিদ্বেষকে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গেল অমিত শাহর দিল্লি পুলিশ। তারই প্রতিবাদে রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে গর্জে উঠলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে পাশে নিয়ে তিনি বলেন, বাংলা ভুলিয়ে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার একটা গভীর চক্রান্ত চলছে দেশে। বিজেপি চায় ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। বাংলা ভাষাকে অপমানের পাল্টা দিয়ে ব্রাত্যর প্রশ্ন, পাকিস্তানের ভাষা তো হিন্দি। সেই ভাষায় তো দিল্লির মানুষও কথা বলেন! তাহলে কি দিল্লির নেতাদের পাকিস্তানি বলে দাগিয়ে দেব?

■ বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে নতুন চক্রান্ত বিজেপির দিল্লি পুলিশের। প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাত্য বসু ও কুণাল ঘোষ।

তাঁর কথায়, বিশ্বের ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত লেখা হয়েছে এই ভাষায়। এই ভাষায় লেখা দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত। তাই বাংলাকে আপনি এভাবে অপমান করতে পারেন না। আমাদের বাংলাদেশি তকমা দিতে পারেন না। হিন্দি মহান ভাষা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, ওঁরা বাংলা লিখতেন বলেই কি বাংলাদেশি?

কেন্দ্রকে নিশানা করে তিনি বলেন, এই বাংলা ভাষা কত আন্দোলন, প্রতিবাদ, বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে, জানেন? এটি ইউনেসকো স্বীকৃত ভাষা, বিশ্বের প্রথম সাতটি ভাষার একটি। আজও তামিলনাড়ুতে হিন্দি বললে ঢোকা যায় না। আমরা তো বলছি না কিছু। বাংলায় সব ভাষা চলতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো রাজবংশী ভাষার জন্যও লড়াই করেন। তাহলে আপনাদের কেন এত বাংলা-বিদ্বেষ? বিজেপি হিন্দু বাঙালিদের এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে অপমান করতে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে দিলীপকুমার সাহা আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর স্ত্রী আরতি সাহা কাঁদতে কাঁদতে ভিডিওতে এই কথা বলেছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের অনুপ্রবেশকারী বলা হচ্ছে। পুণেতে এক কার্গিল যোদ্ধাকেও অনুপ্রবেশকারী বলা হয়েছে। বিজেপি নেতারা, বাংলায় থাকেন, বাংলা বলেন। এবার এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলুন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি একজন শিক্ষিত মানুষ। আমি তাঁকে বহুবার ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে বলতে শুনেছি। তাঁকে বাংলা কবিতা পড়তেও শুনেছি। তাহলে বলুন, আমরা এটা মেনে নেব না। কিন্তু সেই সৎ সাহস আপনাদের নেই।

শুনে রাখুন, বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া মানব না। এরপর তো স্কুলের বাচ্চারা বাংলা ভাষায় কথা বললে বলবে অন্য রাষ্ট্রের লোক, বর্ণ পরিচয় পড়লে বলবে অন্য রাষ্ট্রের লোক। আমরা প্রেমচন্দের সাহিত্যে পড়েছি। কিন্তু আপনারা আমাদের রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদকে ছোট করতে চাইছেন কেন? এসব আমরা মানব না।

■ বাংলাভাষী মানুষের ওপর বিজেপি-শাসিত রাজ্যে অত্যাচারের প্রতিবাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়েও বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভায় কৈলাস মিশ্র-সহ নেতৃবৃন্দ।

কোন্নগর খুনে পুলিশের জালে কুখ্যাত গ্যাংস্টার

সংবাদদাতা, কোন্নগর : কোন্নগরের তৃণমূল নেতা ও কানাইপুর পঞ্চায়েত সদস্য পিন্টু চক্রবর্তী খুনে গ্রেফতার আরও এক। পুলিশের জালে কুখ্যাত গ্যাংস্টার বাঘা। বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাঘাকে নিয়ে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হল। বাম আমলের ত্রাস বাঘার সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিবাদের জেরেই ওই তৃণমূল নেতা খুন হন বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। ডানকুনির একটি জমি নিয়েও তাঁর সঙ্গে অংশীদারদের বিরোধ বেধেছিল। সেটাই কি পিন্টুকে শেষ করে দেওয়ার কারণ? তদন্ত করছে পুলিশ। পথের কাঁটা সরাতে ভাড়াটে খুনি লাগিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। রবিবার ধরা পড়ল বাঘা। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে সেদিনের হাড়হিম করা ঘটনা। বুধবার সন্ধে সাড়ে সাতটায় কোন্নগরের কানাইপুরে গ্যাস গোডাউনের উল্টোদিকের রাস্তায় এসে হাজির হয় দু'জন। অফিস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল নেতা বাইকে উঠতেই পিছন থেকে আচমকা কাটারি নিয়ে হামলা চালায় দুই দুষ্কৃতী। চলতে থাকে এলোপাথাড়ি কোপ। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও কোপাতে থাকে দুষ্কৃতীরা। খুনের পর হেঁটে পালায় দুই দুষ্কৃতী। শনিবার এই ঘটনায় মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হল বিশ্বনাথ দাস ওরফে বিশা, বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও দীপক মণ্ডল। এদের মধ্যে বিশ্বনাথ দাস ওরফে বিশা তৃণমূল নেতার ব্যবসায়িক পার্টনার। সে কানাইপুরের বাসিন্দা। বিশা বিশ্বজিৎ ও দীপককে ৩ লক্ষ টাকা খুনের সুপারি দিয়েছিল।

মইদুলের সাহস আছে, পাশে দাঁড়িয়ে ফিরহাদ

সংবাদদাতা, হুগলি: গদ্দার অধিকারীকে দেখে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল ফোর্স তৃণমূল কর্মী মইদুল মুন্সির হাত ভেঙে দেয়। এরপরেই মইদুল মুন্সির বাড়িতে গেলেন নগরোন্নয়ন ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মইদুলের ও তাঁর পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। এরপরেই গদ্দার অধিকারীকে কটাক্ষ করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, জয় বাংলা বলাতে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে মইদুলের হাত ভেঙে দিয়েছে। মইদুল একটি সাহসী ছেলে। আমরা জয় বাংলা, বাংলাতে কথা বলবই। তাতে মোদি আমাদের মারে মারুক, যোগী মারে মারুক, অমিত শাহ মারে মারুক। যত এরা মারবে বাংলার মানুষ তত বাংলায় কথা বলবে। আমাদের প্রাণ গেলেও জয় বাংলা বলা ছাড়ব না। জয় বাংলা আমরা বলবই। জয় বাংলা আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষে জয়ধ্বনি হবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 August, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাষাসন্ত্রাস

বিজেপির লক্ষ্য ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। তার জন্য শুরু হয়েছে চূড়ান্ত নোংরামি। দিল্লি পুলিশ যে ঘটনা রবিবার ঘটিয়েছে তা এককথায় ন্যক্কারজনক এবং সংবিধান বিরোধী। বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি বলে তকমা লাগিয়ে দেওয়া আসলে নতুন রাজনীতি। বাংলা ও বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিজেপির কূপমণ্ডূকতা আছে। সেই কারণেই তাদের বাংলাবিরোধী তকমা দেওয়া হয়। এবং সেটা তাদের প্রাপ্য। দিল্লি পুলিশ কেন অসম্মানজনক এই চিঠিটি লিখল? কেন বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি বলে বাংলায় লেখা তথ্য-সামগ্রীর অনুবাদ চাইল? লক্ষ্য বাংলা ও বাঙালির অস্মিতাকে আক্রমণ করা। রাজনৈতিকভাবে বাংলাকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারেনি মোদি-শাহর বিজেপি। বছরের পর বছর বঞ্চনা করে, টাকা না দিয়ে, কথায় কথায় বিজেপি নেতাদের কমিশনের লোক বলে বাংলায় পাঠিয়ে, রাজ্যপালকে বিজেপির ক্যাডার বানিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার পরেও বাংলার সরকারকে জব্দ করতে পারেনি। বারবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এবার তাই বাঙালির অহংকারের ভাষা বাংলাকে আক্রমণ। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অমর্ত্য সেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা বাংলা। জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় স্তোত্রও বাঙালির লেখা। তাই ভাষাকে আক্রমণ করে মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার শেষ চেষ্টা ছাব্বিশের ভোটের আগে। কিন্তু বিজেপি ভুলে গিয়েছে বাংলাকে যে যত অপমান করেছে বাংলা তত জোটবদ্ধ হয়েছে। তত শক্তিশালী হয়েছে। এই লড়াইয়ে বেকার শক্তিক্ষয় হয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে বিজেপি। পরিশেষে একটা বলা উচিত, বাংলা বললে যদি বাংলাদেশি হয় তাহলে বিজেপি নেতারা হিন্দি বলেন, পাকিস্তানিরাও হিন্দি বলেন। তবে হিন্দিভাষীরা কি পাকিস্তানি?

e-mail থেকে চিঠি

বোঝাই যাচ্ছে, অচিরেই বাংলার পথ ধরবে বাকি রাজ্যগুলো

শুরু থেকেই বিপুল সাড়া পড়ল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে। এসেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা নিজেরাই পাড়ার বা এলাকার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্প নির্দিষ্ট করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাস্তা মেরামতির জন্য আবেদন এসেছে। সেই সঙ্গে রাস্তার আলো, শৌচাগার, স্কুলবাড়ি ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মেরামতির বহু প্রস্তাব এসেছে, আসছে। বাংলার মানুষকে তৃণমূলস্তরে পরিষেবা প্রদানের জন্য মা-মাটি-মানুষের সরকারের যে ধারাবাহিক উদ্যোগ, তাতে আর-একটি নতুন পালক যুক্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' নামে নতুন প্রকল্প চালু করেছে। এটা একটা অনন্য স্কিম। সারাদেশে এরকম উদ্যোগ এই প্রথম। এই প্রকল্পে মানুষ নিজেদের বুথ এলাকার সমস্যাগুলি নিজেরাই চিহ্নিত করবেন, অগ্রাধিকার দিয়ে তালিকা তৈরি করবেন। সরকার সেই তালিকা মেনে কাজ করবে। বিধায়ক, এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে রাজ্যের পদস্থ কর্তারা নিজ নিজ এলাকায় শিবির পরিদর্শন করছেন। ৩টি বুথ পিছু একটি করে শিবির হয়েছে। এক-একটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ করে টাকা বরাদ্দ করছে নবান্ন। প্রতিটি শিবিরে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির একটি করে কাউন্টারও রাখা হয়েছে। সেখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্যভাতা-সহ ৩৭টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষকে আর ছোটখাটো সমস্যার জন্য সরকারি দফতরে ঘুরতে হবে না। নিজের পাড়াতেই এই সমস্ত পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থাকায় মানুষের হয়রানি কমবে এবং দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য এবং এটি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নিশ্চিত জানি, অন্য রাজ্যগুলো অনতিবিলম্বে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ অনুসরণ করবে, ঠিক সেই ভাবে যেভাবে বাংলার বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প অনুসৃত হয়েছে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতেও। জয় বাংলা!

— **অনীশ ঘোষ, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কান খুলে শুনে নিন ভাল করে বুঝে নিন

শুরু হয়ে গেছে টেলিগ্রাফের তারে বসে 'কা কা' রব। রাজ্যে ৩৪ বছর ধরে শাসন করেও বুঝতেই পারেনি দুর্গাপুজোর অর্থনীতিক তাৎপর্য। কেন্দ্রে ১১ বছর ধরে দুর্গোৎসবের কুৎসা করে গিয়েছে আর এক দল। আজ এই দু'পক্ষই গালমন্দ করছে দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য দানের। 'গেল গেল' রবের ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেপ্ট নির্মাণ প্রক্রিয়া স্পষ্ট। এই প্রতিবেশে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে বিগ কর্পোরেটদের ট্যাক্স ছাড় দেওয়াটাই নির্বাচিত সরকারের একমাত্র জনমুখী কাজ নয়। লিখছেন অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিগত একদশকেরও বেশি মোদি জমানায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণ আত্মসাৎ করা শিল্পপতিদের মোট লুটের পরিমাণ ২২ লক্ষ কোটি টাকা। এই টাকা আসলে আমার-আপনার টাকা, যা আমাদের রক্ত-ঘামের বিনিময়ে অর্জিত ক্ষুদ্র পুঁজি। সেই বিপুল টাকা যখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি ঋণখেলাপি কর্পোরেট লুট করে নিয়ে যায়, তখন, সরকার আসলে সেই টাকাটা ওই কর্পোরেটদের বকলমে অনুদান দেয়। কিন্তু এই বিপুল দুর্নীতি নিয়ে আমি-আপনি বৃহৎ গণমাধ্যমে কোনও শব্দই শুনতে পাব না। অথচ বাংলার জনবাদী ('পপুলিস্ট' শব্দের গ্রহণযোগ্য অনুবাদ) সরকারের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দুর্গাপুজো উপলক্ষে সরকারি অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করেন, নিন্দামন্দের ঝড় বয়ে যায়। নোম চমস্কি সেই কবেই দেখিয়েছেন, আজকের বৃহৎ পুঁজি গণসম্মতি নির্মাণ করে, যাকে তিনি বলেছেন 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট'। সেই 'গেল-গেল' রব সমাজের বিভিন্ন অংশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতেও পারে, যা শেষ অব্দি ব্যবহৃত হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এই সমবেত আর্তনাদের সুকৌশলী নির্মাণ যেহেতু রাজনৈতিক অভিসন্ধির সঙ্গে যুক্ত, তাই পাল্টা রাজনৈতিক বয়ান প্রস্তুত করাও আজ সময়ের দাবি। দুর্গাপুজো-অর্থনীতি বাংলার সামগ্রিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করানোর এক কার্যকরী মাধ্যম। বিগ কর্পোরেটকে ট্যাক্স ছাড় দেওয়াটাই রাজ্য সরকারের একমাত্র কাজ নয়। এটা বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে।

রাফায়েল স্যাঞ্চেজ তাঁর 'ড্যান্সিং জ্যাকোবিনস : আ ভেনেজুয়েলান জিনিওলজি অফ লাতিন আমেরিকান পপুলিজম' বইতে একুশ শতকের লাতিন আমেরিকার জনবাদী রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের যাবতীয় সামাজিক উৎসবের প্রতি আকর্ষণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন ব্রাজিলের জনপ্রিয় নেতা লুলা ডি-সিলভা সাম্বা নাচ ও রিও কার্নিভ্যালে কত বিপুল টাকা সরকারি অনুদান দিচ্ছেন। এরকম অজস্র নাচগানের আসর, মূর্তি নির্মাণের পিছনে একটাই উদ্দেশ্য কাজ করছে, তা হল, সমাজের বিপুল অসংগঠিত জনগোষ্ঠী, যাদের কোনও স্থায়ী সরকারি অথবা বেসরকারি আয়ের উৎস নেই, তাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও উন্নত ও মজবুত করার উদ্দেশ্যে অর্থনীতিতে টাকার 'ফ্লো' (স্রোত) বৃদ্ধি করা। লাতিন আমেরিকাতেও ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, মেক্সিকোর 'জনবাদী' সরকারগুলির সাধারণের জন্য দরাজহস্তে সরকারি ব্যয় নিয়ে সেখানকার বৃহৎ পুঁজিবাদী গণমাধ্যম নিয়মিত চিল-চিৎকার বসিয়ে দিচ্ছে বিগত প্রায় দু'দশকব্যাপী। কিন্তু এর ফল হচ্ছে ঠিক উল্টো। সরকারগুলোর সঙ্গে মেহনতি জনতার গভীর একাত্মতা এতটাই বেড়ে চলেছে যে, যাবতীয় অপপ্রচার, কুৎসা রুখে দিয়ে জনবাদী সরকারগুলি একের পর এক নির্বাচনে মানুষের সমর্থন ও আশীর্বাদ কুড়িয়ে ফিরে আসছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গাপুজোর অনুদান বৃদ্ধির সঠিকতম সিদ্ধান্তকেও তাই একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, এর অর্থনৈতিক অভিঘাতের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। পুঁজিপতিদের জন্য ভর্তুকি দিলে তা 'উন্নয়ন' আর জনগণের হাতে সরাসরি টাকা তুলে দিলে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে, রাজ্য রসাতলে যাবে— এই কুযুক্তি খণ্ডনের সময় এসেছে আজ।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৪৫ হাজার বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয় এইমুহূর্তে। এ-বছর দুর্গাপুজো খাতে সরকারি অনুদান বেড়ে হয়েছে ৪৯৫ কোটি টাকা। গতবছরের হিসেব অনুযায়ী রাজ্যের পুজো-অর্থনীতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এ-বছর স্বাভাবিকভাবেই সেই টাকার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। তিনবছর আগে রাজ্যের পর্যটন দফতর এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল এক যৌথ সমীক্ষা চালিয়েছিল রাজ্যের পুজো-অর্থনীতি নিয়ে। এই সমীক্ষার কাজে যুক্ত ছিল লন্ডনের ম্যারি ইউনিভার্সিটি এবং খড়্গপুর আইআইটিও। সমীক্ষার রিপোর্ট, ২০২১-এ, কোভিড তখনও যায়নি পুরোটা, গোটা ভারতের অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব মন্দা শুরু হয়েছে, তবুও এই পুজো-অর্থনীতি বাংলার জিডিপির ২.৫% ঘরে তুলেছে, যা দিক্-নির্দেশক। গতবছর থেকে যা ট্রেন্ড, তাতে মনে করা হচ্ছে এবছর রাজ্য-জিডিপি ৭% অব্দি বাড়তে পারে এই পুজো-অর্থনীতির সুবাদেই। ব্রিটিশ কাউন্সিলের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১-এ প্রতিমা প্রস্তুতিতে ২৬০-২৮০ কোটি, বিজ্ঞাপনবাবদ ৫০৪ কোটি, খাওয়াদাওয়ার বাজার তৈরি হয়েছিল ২৮৫৪ কোটি টাকার। 'অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া' (অ্যাসোচাম)-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে শারদোৎসবের বার্ষিক বাণিজ্যিক বাজার যৌগিক ৩৫% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিবছর। দুর্গোৎসবের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষের রুটি-রুজির ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে এই অর্থনীতির সাফল্যের উপরে। পুজোর মরশুম ভ্রমণ ও পরিবহণ শিল্পের বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফুটপাতের ফুচকাওয়ালা, ছোট খাবারের স্টল, সেলুন, স্পা, বিউটি পার্লার, কসমেটিক স্টোর, প্যান্ডেল-বাঁধাই, ডেকরেটার্স, মৃৎশিল্প, বিনোদন, কৃষি, সাউন্ড সিস্টেম, আলোকসজ্জা, রঙ শিল্প, বিজ্ঞাপন, স্বর্ণশিল্প, পুজোর উপকরণ, ঢাকি, পুরোহিত, ম্যাগাজিন, নাটক-যাত্রা, মিষ্টান্ন, বস্ত্রশিল্প সমেত এক বিরাট অর্থনৈতিক ইকো-সিস্টেম এই আর্থিক পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। পুজোয় সরকারি অনুদান বৃদ্ধি এই সার্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। গতবছর বারোয়ারি পুজোর সংগঠন 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব'-এর সভাপতি কাজল সরকার পিটিআইকে জানিয়েছিলেন, পুজোকে কেন্দ্র করে ২০১৯ থেকে ২০১৪— এই পাঁচ বছরে অর্থনীতি বৃদ্ধির হার ৪৫% বেড়েছে। রাজ্যের জিএসটি কমিশনার খালিস আনওয়ার বলেছিলেন— 'রাজ্যের পণ্য ও পরিষেবা কর বাবদ আয় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বিগত বছরগুলোতে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে।' কায়েমি স্বার্থ এই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কথা বলছে, কারণ, এই বিপুল আর্থিক বৃদ্ধি মুষ্টিমেয় কর্পোরেটের হাতে কুক্ষিগত না-হয়ে এক বিরাট বেনিফিসিয়ারি তৈরি করেছে। এই উন্নয়নের ভিত্তিই হল আর্থিক সমবণ্টন বা সোশ্যাল ডিস্ট্রিবিউশন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আইকনিক নেত্রী যিনি বাংলার আর্থিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে এক ধরনের বণ্টনযোগ্য সমতার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আর এখানেই গাত্রদাহ বিরোধী শক্তির। এই 'গেল-গেল' রবের পিছনে রয়েছে কায়েমি শ্রেণিস্বার্থ!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

4 August, 2025 • Monday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
৪ অগাস্ট ২০২৫
সোমবার

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

পাঁচালি পড়ে বিজেপি নামের অলক্ষ্মী বিদায় চন্দ্রিমাদের

প্রতিবেদন : বিজেপির আমলে বাংলা-বিদ্বেষ চরম আকার নিয়েছে। বিজেপি-রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বেছে বেছে হেনস্থা করা হচ্ছে। মারধর করে বিদেশি তকমা দিয়ে পুশব্যাক করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সমবেত কণ্ঠে পাঁচালি পড়ে বিজেপি-নামের অলক্ষ্মীকে বিদায় জানান। এই কর্মসূচিতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও ছিলেন ডাঃ শশী পাঁজা, মালা রায়, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, অর্পিতা ঘোষ, রত্না চট্টোপাধ্যায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার প্রমুখ।

এদিন পাঁচালিতে সম্মিলিত কণ্ঠে তাঁরা বাংলা ভাষার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পিত আক্রমণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। পাঁচালির সুরে বলা হয়, 'বিজেপির পুলিশ বঙ্গভাষীদের খুঁজে খুঁজে ভরে দিচ্ছে জেলে/ বিদেশি তকমা দিয়ে তাদের দিচ্ছে ঠেলে।' সেখানে প্রশ্ন তোলা হয় বাংলা কি দেশের নয়! কেন্দ্র কোনও জবাব না দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। আসলে কেন্দ্রের সরকার বঙ্গভাষীদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চায়। এসব ওরা করছে বাংলাকে ভয় পায় বলে। বাংলার মানুষ বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বাংলায় গোহারা হয়ে বাংলা-বাঙালি বিদ্বেষ শুরু করেছে বিজেপি। বাংলা ভাষার উপর বিজেপির যত রাগ। তাই বিজেপির রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের হামলা করা হচ্ছে। বাংলা ভাষার উপর এই অপমান বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।

কেন্দ্রের বৈষম্য ও বাংলা-বিদ্বেষে পথে হাজার মানুষের মহামিছিল

সংবাদদাতা, বসিরহাট : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বাংলার স্বাভিমানরক্ষার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক জনগর্জন মহামিছিল হল রবিবার বিকেলে। তৃণমূল রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মণ্ডলের নেতৃত্বে হাসনাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে টাকি রাজবাড়িঘাট পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা ১০ হাজার মানুষের এক অভিনব মহামিছিল হয়। ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। এদিনের মিছিল থেকে শপথ নেওয়া হয় 'বাংলাভাষার মর্যাদা, বাঙালির অধিকার ও বাংলার সংস্কৃতিরক্ষায় আমরা কোনও আপস করব না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠব, প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে রাখব।' মিছিলের আকর্ষণ ছিল একাধিক সুসজ্জিত ট্যাবলো। কোনওটি ছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নিপীড়নের মডেল, কোনওটি ভিন রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচার, কোনওটি আবার ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন শ্রমিকের ছবি।

শাহনুর বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লাগাতার বাংলার উপর বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এসআইআরের নামে বাংলা ও বাঙালির উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। বাংলাকে অপমান করছে। তাই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এদিন এই অভিনব মহামিছিলের আয়োজন।

■ বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মিছিলে কুণাল ঘোষ, অয়ন চক্রবর্তী প্রমুখ। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে। রবিবার।

■ বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষার অপমান ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বিধায়ক সুকান্ত পালের নেতৃত্বে আমতার কুশবেড়িয়ায় মিছিল। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাজ্য
4 August, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিপুল পরিমাণ গাঁজা ও গুলিভর্তি পিস্তল-সহ পুলিশের জালে এক দুষ্কৃতী। নাম বিশ্বনাথ মণ্ডল। বাড়ি বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার সগুনায়

বিলি করলেন ত্রিপল ও খাদ্যসামগ্রী

খড়দহের বিলকান্দায় জলবন্দি মানুষের পাশে মন্ত্রী শোভনদেব

সংবাদদাতা, খড়দহ : গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণের ফলে বহু এলাকা জলমগ্ন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত পঞ্চায়েত, পুরসভার জনপ্রতিনিধি-সহ দলীয় নেতৃত্বদের নির্দেশ দেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। রবিবার খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিলকান্দা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা খড়দহ বিধানসভার বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জলবন্দি মানুষদের কাছে পৌঁছে তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। পঞ্চায়েত প্রধান, অঞ্চল সভাপতি ও দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে জলবন্দি অসহায় মানুষদের মধ্যে ত্রিপল ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। মন্ত্রী নিজের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও ত্রিপল বিতরণ করেন। অসহায় মানুষদের সঙ্গে মন্ত্রী কথা বলেন এবং তাঁদের আশ্বস্ত করেন সবরকম পরিস্থিতিতেই তিনি ও সরকার তাঁদের পাশে আছেন। তিনি জলমগ্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় নেতৃত্বদের নির্দেশ দেন এই অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য।

■ খড়দহের বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে জলবন্দি মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও ত্রিপল বিতরণ করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

৯ অগাস্ট ফল প্রকাশ

প্রতিবেদন : ৭ অগাস্ট প্রকাশিত হবে রাজ্য জয়েন্টের ফল। তারপরেই ৯ অগাস্ট প্রকাশিত হতে চলেছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে প্রবেশিকার ফলাফল। তার পরই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলায় ঝুলে থাকার কারণে প্রবেশিকার ফল প্রকাশে দেরি হচ্ছিল। কিন্তু জটিলতা কাটতেই ফল প্রকাশের দিন ঘোষণা করা হল। এদিকে সরকারি এবং সরকার পোষিত কলেজগুলির জন্য অভিন্ন পোর্টালে স্নাতকে ভর্তির প্রাথমিক মেধাতালিকাও প্রকাশ হবে ৭ অগাস্ট। প্রসঙ্গত, ২১ ও ২২ জুন প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়েছিল।

আমতা থেকে ধর্মতলা চালু হল বাস পরিষেবা

সংবাদদাতা, হাওড়া : আমতা থেকে ধর্মতলা বাস পরিষেবা চালু হল। রবিবার এই পরিষেবার সূচনা করলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি। আমতার কিষাণ মান্ডির সামনে থেকে ছেড়ে ধর্মতলা যাবে বেসরকারি রুটের বাস। ভাড়া ধার্য হয়েছে ৪৫ টাকা। প্রায় ১৫ বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই রুটের বাস চলাচল। এলাকাবাসীরা বাসটি চালু করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলেন। এই বাস চালু করানোর বিষয়ে অন্যতম উদ্যোগী স্থানীয় বাসিন্দা অলোক দে জানান, এর ফলে সহজেই আমতা থেকে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছানো যাবে। উপকৃত হবেন বহু মানুষ। এখন তিনটি বাস চলাচল করবে। কিছুদিনের মধ্যে ১৬টি বাস চালু হয়ে যাবে। এখন আমতা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সরাসরি কোনও বাস চলত না। আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করে এই রুটে ফের বাস চলাচল শুরু করালাম। এই রুটে ফের বাস চালু হওয়ায় বেজায় খুশি আমতা ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ।

■ আমতা-ধর্মতলা বাস পরিষেবার সূচনায় বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি।

উত্তরে অব্যাহত ভারী বর্ষণ

প্রতিবেদন : মনসুন ফ্লো রয়েছে অত্যধিক। সেই কারণেই ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি চলছে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। এদিকে, মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয়ভাবে রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া ও ক্যানিংয়ের ওপর। তাই বৃষ্টির দাপট কমলেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে থাকবে দক্ষিণের জেলা জুড়ে। ভারী বৃষ্টির চরম সতর্কতা। অতি-বৃষ্টির চরম সতর্কতা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। সোমবারও অতি-ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দার্জিলিং কালিম্পং ও কোচবিহারে। ভারী বৃষ্টির সর্তকতা মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বাড়বে। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণে।

একনজরে বৃষ্টির পরিমাণ : ফালাকাটা : ১৯০ মিমি, ডেঙ্গুয়াঝাড় : ১৮০ মিমি, জলপাইগুড়ি, মেখলিগঞ্জ : ১৬০ মিমি, আলিপুরদুয়ার : ১৫০ মিমি, গজলডোবা : ১২০ মিমি, বাগডোগরা : ৭০ মিমি, দেবগ্রাম, লাভপুর : ১৪০ মিমি, কান্দি : ১২০ মিমি, বীরভূম : ১১০ মিমি। বহরমপুর : ১০০ মিমি ও বারাকপুর : ৭০ মিমি।

বাংলা ও বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ

■ উদয়নারায়ণপুরের ৭টি অঞ্চলকে নিয়ে হাওড়া জেলা(গ্রামীণ) তৃণমূল চেয়ারম্যান ও বিধায়ক সমীর পাঁজার নেতৃত্বে মিছিল।

■ তৃণমূলের বিষ্ণুপুর ১ ব্লকের তরফে খড়িবেড়িয়া থেকে বিষ্ণুপুর থানা পর্যন্ত পদযাত্রা। নেতৃত্বে প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল।

■ সাগর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে গোবিন্দপুর বাজারে মিছিল। নেতৃত্ব সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

■ মথুরাপুর কিষাণ মান্ডির মাঠে প্রতিবাদ সভা। ছিলেন সাংসদ বাপি হালদার, দুই বিধায়ক অলোক জলদাতা ও জয়দেব হালদার।

কবি সুভাষ থেকে চালু শাট্‌ল বাস

প্রতিবেদন : পিলারে ফাটল দেখা দেওয়ায় হবে সংস্কারের কাজ তাই প্রায় এক বছরের জন্য বন্ধ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন। আর এই কারণেই প্রবল সমস্যায় যাত্রীরা। এবার ভোগান্তি কমাতে যাত্রীদের পাশে দাঁড়াল রাজ্যের পরিবহণ দফতর। যতদিন না কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন চালু হচ্ছে ততদিনের জন্য শাটল বাস পরিষেবা চালু করল রাজ্য পরিবহণ দফতর। সোমবার থেকেই এই পরিষেবা চালু হবে। প্রতিদিন দুই দফায় বাস পরিষেবা পাওয়া যাবে। সকাল ৮টা থেকে ১১টা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে। মূলত অফিস টাইমে এই বাস পরিষেবা মিলবে। ৩২ আসন বিশিষ্ট এই বাসের ভাড়া ধার্য করা হয়েছে দশ টাকা। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই মেট্রো স্টেশন থেকেই যাত্রীরা বাস ধরতে পারবেন। যাত্রীদের যাতে মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে অসুবিধে না হয় তাই বিকল্প ব্যবস্থা করল পরিবহণ দফতর। ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি কমার পাশাপাশি যাতায়াতেও অনেক সুবিধে হল।

■ পিন্টু চক্রবর্তীর স্মরণে ও খুনিদের শাস্তির দাবিতে কোন্নগরে মিছিল। রয়েছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, প্রবীর ঘোষাল-সহ অন্যরা। রবিবার।

আজ মুখ্যমন্ত্রী জরুরি বৈঠকে

(প্রথম পাতার পর) বৈঠক হবে ভার্চুয়ালে। পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে কমিশনে ধরনা-বিক্ষোভের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে ইন্ডিয়া জোটের ডিনার বৈঠক ৭ অগাস্ট সন্ধ্যায়। সেখানে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসআইআরের নামে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত বিজেপির। দিল্লি এবং মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে এইভাবেই পাশা পাল্টানোর খেলা খেলেছিল বিজেপি। সেই রাজনৈতিক খেলা অব্যাহত বিহারেও। ইতিমধ্যে বিহারে ৬৫ লক্ষের মতো নাম বাদ দিয়ে তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। বাংলাতেও একইভাবে চক্রান্ত করার চেষ্টা যে হবে তা বলাই বাহুল্য। নাম বাদ যাওয়া, নাম তোলা, মৃতের নাম কেটে দিয়ে নতুনদের নাম তোলা। এই কাজে যাতে কোনওরকম কারচুপি না হয় সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, একজনও ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টও নির্দেশ দিয়ে বলেছে, ভোটার লিস্টে নাম তোলায় আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডকে মান্যতা দিতে হবে।

সোমবারের বৈঠকে দলীয় সাংসদ ও নেতৃত্বকে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে দেবেন নেত্রী। একদিকে যেমন নির্বাচন কমিশনে ধরনা নিয়ে তৃণমূলের ভূমিকার কথা বিস্তারিত বলবেন নেত্রী, তেমনই অন্যদিকে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নেতৃত্বের বক্তব্য শুনবেন, তাঁদের নির্দেশিকাও দেবেন। সেই নির্দেশিকাকে সামনে রেখেই ৭ অগাস্ট ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যাবে তৃণমূল। এই বৈঠকে তৃণমূল ছাড়াও থাকবে কংগ্রেস, আরজেডি, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি, শিবসেনার (উদ্ধব) নেতৃত্ব। তৃণমূলের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শীর্ষ সংসদীয় নেতৃত্ব থাকছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মালদহের গ্রামীণ এলাকায় দেখা মিলল নীলগাই। রবিবার ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে নীলগাই-এর দেখা মিল মালদহের বামনগোলা ব্লকের নালাগোলার আইসানি নবাবনগর গ্রামে

ফের বাংলার শ্রমিককে অত্যাচার মেরে পা ভাঙল পানিপথের পুলিশ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: মহম্মদ জুনেদের পর এবার মহম্মদ কবীর। বাংলা বলার অপরাধে গোয়ালপোখরের আর এক শ্রমিককেও মেরে পা ভেঙে দিল পানিপথের পুলিশ। একইসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে জোর করে বাংলাদেশি বলে স্বীকারোক্তি নেওয়ার অভিযোগও করেন ওই শ্রমিক। স্বীকার না করায় মেরে পা ভেঙে দেওয়া হয় গোয়ালপোখরের আরও এক শ্রমিকের। ভিডিওর মাধ্যমে এমনই অত্যাচারের কথা জানিয়েছেন গোয়ালপোখরের বাসিন্দা কবীর। গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের গোয়াগাঁও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উকুশভাষা গ্রামের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক মহম্মদ কবীর। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর হরিয়ানার পানিপথে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে যান। অভিযোগ, গত মাসের ১৪ তারিখে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পানিপথের পুলিশ মহম্মদ কবীরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এরপরেই

■ বাড়ি ফেরার আর্জি জানিয়ে ভিডিও বার্তায় অত্যাচারের কথা জানালেন মহম্মদ কবীর।

শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। জোর করে বাংলাদেশি স্বীকারোক্তি করানোর চেষ্টা করতে থাকে পানিপথের পুলিশ। স্বীকারোক্তি না করায় বেধড়ক মারধর করতে থাকে তারা। কবীর যথাযথ নথিপত্র দেখালেও, পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁকে ও আরও কয়েকজন শ্রমিককে বেধড়ক মারধর করে। এই হামলাতেই কবীরের পা ভেঙে যায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়েই পানিপথে উপস্থিত গোয়ালপোখরের তৃণমূল নেতা মহম্মদ আজাদ কবীর-সহ অন্যান্য আহত শ্রমিকদের দেখতে যান। জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়াল জানান, শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলায় অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে জেলার শ্রমিকদের ওপর। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বেছে বেছে বাঙালিদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশকে নথি দেখালেও মানতে চাইছে না। মহম্মদ কবীরকেও চরম নির্যাতন করে পা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাংলা থেকে তাঁর সমস্ত কাগজপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই তাঁকে যাতে বাংলায় নিয়ে আসা যায় সে ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।

রাজ্যের উদ্যোগে ভিনরাজ্য থেকে ফিরলেন শ্রমিকরা

■ বাসে করে ফেরেন শ্রমিকরা।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বাংলা বলার অপরাধে বিজেপির রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। শ্রমিকদের পাশে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ভিনরাজ্য থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ৮০ জন শ্রমিক বাড়ি ফিরলেন। পরিযায়ী শ্রমিক জাকির আলি, মুকলেশ মোল্লারা জানান, দিল্লি, গুরগাঁও-সহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া প্রায় একশো জন পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এলেন এদিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর, ইটাহার, মালদা-সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা রয়েছে এই বাসে। দিল্লি থেকে একটি বাস রিজার্ভ করে বাড়ি ফেরেন এদিন। কালিয়াগঞ্জ হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর যাওয়ার পথে সুকান্ত মোড় এলাকায় বেশকিছু শ্রমিক নেমে পড়েন। শ্রমিকদের বক্তব্য, তাঁরা দিল্লির গুরগাঁও, পাঞ্জাব, হরিয়ানায় কাজে গিয়েছিলেন প্রায় ৪ বছর আগে। কিন্তু এখন বাংলায় কথা বললেই সেখানকার পুলিশ তাঁদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। দেখছে না কোনও বৈধ পরিচয়পত্র।

প্রতিবাদে অবস্থান

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে অবস্থান করল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। রবিবার রায়গঞ্জে। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

রায়গঞ্জে ঘূর্ণিঝড়

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রবিবার দুপুরে আচমকা ঘূর্ণিঝড়। ভেঙে পড়ল গাছ, উড়ল ঘরের চাল। ক্ষতিগ্রস্ত গোয়ালপোখর ২ ব্লকের সূর্যাপুর ২ পঞ্চায়েতের বড় হাসান এলাকার একাধিক গ্রাম। ৫০টি বাড়িতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ত্রাণ।

ধসে বিপর্যস্ত

সংবাদদাতা, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি : প্রবল বৃষ্টির ফলে শ্বেতিঝোরায় জাতীয় সড়ক ১০-এর একটি বড় অংশ ধসে পড়েছে। গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার ফলে শিলিগুড়ি-সিকিম সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, তিস্তার ভাঙন ও পাহাড়ি মাটি আলগা হয়ে যাওয়ার ফলেই ধস নামে। অল্পের জন্য রক্ষা পান চালক ও যাত্রীরা। বিপর্যয় মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করেছে। বিকল্প রাস্তা দিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় রাজ্যব্যাপী প্রচার শুরু ফ্যামের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলা ভাষার সম্মানরক্ষার্থে সোশ্যাল মিডিয়া তৃণমূলের সবচেয়ে বড় সমর্থক টিম ফ্যাম কমিউনিটির উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হল। রবিবার কোচবিহারের গুঞ্জবাড়িতে পঞ্চানন হলে ছিল সভা। কোচবিহার থেকেই শুরু হল রাজ্যব্যপী প্রচার। সভাকে ঘিরে গুঞ্জবাড়ি এলাকা ছিল ফ্যামের পতাকায় মোড়া। রাস্তার দু'পাশ জুড়ে ছিল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোর্ডিং ও পোস্টার। এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, সুমিতা বর্মন, সায়নদীপ গোস্বামী প্রমুখ।

■ সভায় আছেন পার্থপ্রতিম রায়-সহ নেতৃত্ব।

কোচবিহার

লোকালয়ে হাতির হানা রুখতে বেত বন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: লোকালয়ে হাতির হানা রুখতে বন দফতরের উদ্যোগ। প্রচুর পরিমাণে বেতের গাছ লাগিয়ে বেত বন তৈরি হল জলপাইগুড়িতে। রবিবার বনমহোৎসব উপলক্ষে জলপাইগুড়ি বনবিভাগের মরাঘাট রেঞ্জের খট্টিমারি ও সোনাখালি বিট এলাকায় দুই হেক্টর জমিতে বেতের চারা রোপণ করা হয়। হাতির পছন্দের খাদ্য বেতের কচি পাতা এবং চিতাবাঘ, বনবিড়াল, শজারুর মতো বন্যপ্রাণীর বাসযোগ্য ঝোপ তৈরির উপযোগিতা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে এই পরিকল্পনা। এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি। সঙ্গে ছিলেন মরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য, বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র বন্যপ্রাণ রক্ষা নয়, বন সংরক্ষণে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হচ্ছে। একইসঙ্গে জেলার অন্যান্য বনাঞ্চলেও ধাপে ধাপে বেত চারা রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে। ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতিদিনের মতো হাতি ও চিতাবাঘের লোকালয়ে হানায় একদিকে যেমন প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিবেশ ও প্রাণীবান্ধব এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেই মত পরিবেশবিদদের।

■ উদ্বোধনে জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি।

পাড়ায় সমাধান

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। শনিবার থেকে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা শুরু হয়। এদিন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের নিজস্ব ১ নং ওয়ার্ড থেকে কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়। ছিলেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়-সহ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর ও পুরসভার কর্মীরা।

আমদানি-রফতানি

সংবাদদাতা, মালদহ: ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের উন্নতিতে এক বৈঠক হয়ে গেল মালদহের মহদিপুর স্থলবন্দর এলাকায়। রবিবার দু'দেশের আমদানি-রফতানিকারকদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ-সহ অন্যরা। এদিনের বৈঠকে দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা, আগামী দিনে বাণিজ্যের উন্নতিতে কী কী করণীয় রয়েছে ইত্যাদি নানান বিষয়ে আলোচনা হয়।

হলুদ সতর্কতা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: টানা বৃষ্টিতে আবারও রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে উত্তরবঙ্গের নদ-নদী। রবিবার সকাল থেকেই তিস্তা ও জলঢাকা নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কয়েকটি এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। বিশেষ করে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে জলঢাকা নদীর উপর সংরক্ষিত এলাকায় এই সতর্কতা জারি হয়েছে। ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকাল ৭টায় গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ থেকে ছাড়া হয়েছে ২০৩৮ কিউসেক জল। ফলে তিস্তা নদীর রূপ হয়ে উঠেছে প্রবল স্রোতস্বিনী। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহানি, মরিচবাড়ি, চ্যাংমারি, বাসিলারডাঙা-সহ একাধিক জলমগ্ন এলাকায় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে মানুষকে সুরক্ষিত জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে।

আমার বাংলা
4 August, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তরুণীর মৃত্যুতে রেলগেটের দাবি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : কদমকানন রেলগেটে আটকে পড়ে এক তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল ঝাড়গ্রাম শহর। রেলগেট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে রবিবার কদমকানন এলাকায় এক বিশাল গণস্বাক্ষর অভিযান চালাল স্থানীয় পূর্বাশা ক্লাব। জানা গিয়েছে, এক হাজারের বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে। ক্লাবের পক্ষে শিবাশিস চট্টোপাধ্যায় জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এই রেলগেট সমস্যায় ভুগছি। রেল কর্তৃপক্ষ বারবার সমীক্ষার কথা বললেও কোনও পদক্ষেপ করছে না। আমরা

গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র ঝাড়গ্রাম স্টেশন ম্যানেজার এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের ডিআরএমের কাছে জমা দেব। এক মাসের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। গত বুধবার গভীর রাতে অসুস্থ দোলন ঘোষমণ্ডলকে ডায়ালিসিসের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে আনা হচ্ছিল। কিন্তু রেলগেট দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় প্রায় কুড়ি মিনিট আটকে থাকে তাঁদের গাড়ি। গাড়িতেই মৃত্যু হয় তরুণীর। পরিবারের অভিযোগ, গেটকিপারকে অনুরোধ করা হলেও খোলা হয়নি। দোলনের বাড়ি বাঁকুড়ার সারিগাড়িতে হলেও তিনি দীর্ঘদিন বাবার বাড়ি ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবায় ছিলেন এবং নিয়মিত ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ডায়ালিসিস করাতেন। খড়্গপুর-টাটা শাখার এই রেলগেটটি। একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন ও মালগাড়ি চলাচলের ফলে বহু সময় গেটটি বন্ধ থাকে। তাই একটি উড়ালপুল বা আন্ডারপাস নির্মাণের প্রস্তাব থাকলেও এখনও তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়নি।

দায়ী ডিভিসির অপরিকল্পিত জলছাড়া

জলমগ্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন অরূপ, ত্রাণও বিতরণ করলেন

সুনীতা সিং • রায়না

ফি বছর মাধবডিহির কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার পিছনে অপরিকল্পিতভাবে ডিভিসির জল ছাড়াকে দায়ী করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দফতর মুণ্ডেশ্বরী নদী সংস্কার করেছিল, সেই কাজও কেন্দ্র ঠিকমতো করেনি বলে তাঁর অভিযোগ। সেই কারণেই মুণ্ডেশ্বরী 'ব্যাক ফ্লো' করছে, পাশাপাশি মাঠের জলও নামতে পারছে না বলেই মাধবডিহির আদমপুর, কামারগোড়িয়া-সহ বড় বৈনান পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। মন্ত্রীর সঙ্গে রবিবার দুপুরে ওই সব জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক শম্পা ধাড়া, খোকন দাস, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস প্রমুখ। দুপুর ১টা নাগাদ আদমপুর গ্রামে যান অরূপ। তিনটি ত্রাণশিবির পরিদর্শন করেন। ত্রাণ তুলে দেন। সেখান থেকে দাসপাড়া ও উত্তরপাড়ায় জলমগ্ন বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করেন। গ্রামবাসীরা জানান, জল জমে থাকায় ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নতুন করে বীজ পাওয়া যাবে না, ফলে জল নেমে গেলেও চাষ করা যাবে না। মন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, জল নেমে গেলেই প্রশাসন আপনাদের দাবিগুলি দেখবে। আপনারা শস্যবিমা করে রাখুন। এদিন ত্রাণ শিবিরের সামনে শস্যবিমার শিবির করেছিল কৃষি দফতর।

ত্রাণ তুলে দিচ্ছেন অরূপ বিশ্বাস। আছেন স্বপন দেবনাথ, শম্পা ধাড়া প্রমুখ।

বাসিন্দাদের মন্ত্রী বলেন, ডিভিসির ছাড়া জলেই আপনাদের ঘরছাড়া হতে হয়েছে। চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। আপনারা চিন্তা করবেন না দিদি (মুখ্যমন্ত্রী) আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। স্পিড বোটে দুর্গত গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন অরূপ ও প্রশাসনের আধিকারিক, বিধায়করা।

তিলপাড়া জলাধার সংস্কারে সেচ দফতরের জরুরি বৈঠক

সংবাদদাতা, সিউড়ি : তিলপাড়া জলাধার নতুনভাবে সংস্কারের জন্য রবিবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়ে গেল রাজ্য সেচ দফতরের অতিরিক্ত সচিব মণীশ জৈনের নেতৃত্বে। বৈঠকে ছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস সেনগুপ্ত, ড্যাম বিশেষজ্ঞ জুলফিকার আহমেদ। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আমি শুনেছি, বীরভূম জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে। কিছুদিন আগে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তিলপাড়া বাঁধ সংস্কারের কাজ বর্তমানে থমকে রয়েছে। বৃষ্টি কমে গেলেই পুনরায় সংস্কারের কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। বিজেপি তিলপাড়া বাঁধ সংস্কার নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। তারা আন্দোলনের নামে অসভ্যতা করছে। মুখ্যমন্ত্রীর ছবিকে কালিমালিপ্ত করেছে। বিজেপির গুন্ডামিতে বাধা দিতে গেলে সেখানে পুরপ্রধানকে বিজেপির কর্মীরা নিগ্রহ করে। গোটা বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, কোনওভাবেই আপনারা আতঙ্কিত হবেন না। আমরা আপনাদের পাশে আছি। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো ব্যাপারের উপর নজর রেখেছেন।

লেক অ্যাভেনিউ সেবক সংঘের উদ্যোগে খুঁটিপুজোয় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, জয় সরকার, ডাঃ কুণাল সরকার, সুব্রত দেব প্রমুখ। রবিবার।

নেতাজির অন্তর্ধান আলোচনা

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার কৃষ্ণনগরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ দিগন্ত মণ্ডলের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে হয়ে গেল নেতাজির জীবন ও অন্তর্ধান নিয়ে আলোচনা। বক্তা ছিলেন নেতাজি গবেষক চন্দ্রচূড় ঘোষ ও অনুজ ধর। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষে একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নেতাজি, এমনটাই প্রচলিত।

অনেক গবেষক এই তথ্য মানেন না। তাঁরা নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে নানা রোমাঞ্চকর প্রমাণ পেশ করেন। আলোচনা শুনতে প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়ে ছাত্র ও যুবদের ভিড়। এই উপলক্ষে নেতাজি নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার আমলহান্ডা গ্রামে। জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম বসুমতি পড়িয়া (৫০)। শনিবার বিকেলে ধানজমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি। এমন সময় আচমকা সাপ এসে তাঁর আঙুলে ছোবল দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে কোলাঘাটে এবং পরে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

কোর কমিটির বৈঠকে জেলা জুড়ে ভাষা আন্দোলনের ডাক

সংবাদদাতা, বীরভূম : বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল রবিবার, বোলপুর তৃণমূল কার্যালয়ে। এদিনের কোর কমিটির বৈঠকে ছিলেন চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরি, কাজল শেখ, অভিজিৎ সিংহ, শতাব্দী রায়। দীর্ঘ বৈঠক শেষে অনুব্রত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যভূমি বোলপুর থেকে যে ভাষা আন্দোলন শুরু করেছেন, সেই আন্দোলন গোটা বীরভূম জুড়ে আগামী দিনে চলবে। শনিবার সিউড়িতে প্রতিবাদ মিছিলের নামে বিজেপি যেভাবে গুন্ডামি করেছে, মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালি লাগিয়েছে, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। আমরা দীর্ঘদিন রাজনীতি করছি, কিন্তু কখনও সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী বা দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি নোংরা করার কথা কল্পনাতেও ভাবিনি। নীতিগত রাজনৈতিক লড়াই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিকৃতির প্রতিবাদে সোমবার বীরভূমের সমস্ত ব্লক এবং পুর এলাকায় তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল হবে। অনুব্রত নিজে তাতে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে সমস্ত ব্লক সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্প ঠিকভাবে করতে হবে। সাধারণ মানুষের সমস্যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সমাধান করতে হবে। সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নোংরা করে বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে, কেন তাদের গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ ধরনের অসভ্যতা নোংরামো যে রাজনৈতিক দল করবে বাংলার মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

সাধুবেশে আত্মগোপন করা বাংলাদেশি দুষ্কৃতী ধৃত

সংবাদদাতা, নদিয়া : জমিদার উপেনকে 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়' বলে কটাক্ষ করেছিল। বাস্তবেও সাধুবেশে ছিল এক বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। পশ্চিমবঙ্গে এসে দিব্যি আত্মগোপন করেছিল। রাজ্য পুলিশের এসটিএফের সাফল্য। তারা বাংলাদেশের কুখ্যাত অপরাধীকে আজ নদিয়ার তেহট্ট অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের এক কুখ্যাত অপরাধী গ্রেফতার এড়াতে ভারতে এসে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে বসবাস শুরু করেছিল। রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের স্পেশাল টিম ও তেহট্ট থানার পুলিশের যৌথ তল্লাশিতে গ্রেফতার হল সে। নাম হাশেম আলি মল্লিক, বয়স ৬০। হাসেম বাংলাদেশে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। বাংলাদেশের কুখ্যাত অপরাধী তেহট্টে লুকিয়ে আছে জানার পরেই এসটিএফ তেহট্ট থানা পুলিশের সহযোগিতায় বালিউড়া পূর্বপাড়ায় অভিযান চালায়। তাতেই ধরা পড়ে হাসেম। তার কাছে কোনও বৈধ ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ ছিল না। পুলিশি জেরায় হাসেম স্বীকার করে সে একজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং বাংলাদেশেও বিভিন্ন অসামাজিক কাজকলাপের জন্য যুক্ত। সেখানকার পুলিশে তাকে খুঁজছিল, গ্রেফতার এড়াতেই ভারতে পালিয়ে আসে। পরিচয় গোপন করে ভারতীয় জাল নথিও বানায়। এই মুহূর্তে তাকে গ্রেফতার করে জেরা করছেন এসটিএফের তদন্তকারীরা। কী করে সে ভারতে এল, জাল পরিচয়পত্র কোথা থেকে তৈরি করল, একাই এসেছে, না সঙ্গে কেউ আছে, ভারতে নাশকতার কোনও ছক ছিল কি না— ইত্যাদি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

4 August, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৪ অগাস্ট ২০২৫
সোমবার

বর্ধমানের নারায়ণদিঘি এলাকায় বেহুলা নদীর মজে যাওয়া জলাশয় থেকে উদ্ধার হল নাবালক মহম্মদ রৌনকের (১৫) দেহ। বাড়ি দুবরাজদিঘির কেন্দুলিপুকুর এলাকায়। জানা যায়, জলাশয়ে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যায় সে

বিজেপির নোংরামি যুব মোর্চা সম্পাদকের হল পুলিশ হেফাজত

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালি লেপনের ঘটনায় বীরভূম জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সমরেশ ঘোষের দু-দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত। বাকি অভিযুক্তদের দশ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে। বীরভূম জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির এই অসভ্যতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ রাস্তায় নেমে বিজেপির নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। বিজেপি সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে দেখে সিউড়ির পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীরা তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। আইন আইনের পথেই চলবে।

সিউড়ি

নৌকাডুবিতে নিখোঁজ ৪ মৎস্যজীবী, উদ্ধার ১

সংবাদদাতা, দিঘা : সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ তালসারি মেরিন থানা থেকে কিছুটা দূরে সুবর্ণরেখার সংযোগস্থলে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হন চার মৎস্যজীবী। রবিবার তাঁদের একজনের খোঁজ পায় দিঘা মোহনা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওড়িশার বালিয়াপাল এলাকায় সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোন চারজন মৎস্যজীবীর দলটি। নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ ছিলেন চারজনই। পুলিশের তরফে ড্রোনের মাধ্যমে তাঁদের খোঁজ চালানো হয়। রবিবার দিঘা মোহনা এলাকায় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা একজনকে সমুদ্রে ভাসতে দেখেন। অন্য একটি ট্রলারের মৎস্যজীবীরা তাঁকে উদ্ধার করে পাড়ে নিয়ে এলে দিঘা মোহনা থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের মধ্যে তিনি একজন জগন্নাথ পাল (২৭)। তাঁর বাড়ি ওড়িশার বালেশ্বরে। দিঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ তিন মৎস্যজীবী রবীন্দ্র গিরি, গোপাল গিরি ও মধুসূদন গিরি।

বজ্রপাতে মৃত দুই

সংবাদদাতা, শালবনি : কৃষিজমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হল রামু সরেন (৫১) ও ভারতী হেমব্রমের (৪০)। রবিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। বজ্রপাতে জমিতেই লুটিয়ে পড়েন তাঁরা। অনেকক্ষণ পর স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রায় বহিরাগত শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে ঝাঁপাবে ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ৬ অগাস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাড়গ্রাম সফরকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে। বাংলা ভাষার সম্মানরক্ষায় ও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের প্রতিবাদে ওই দিন ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একটি ঐতিহাসিক পথযাত্রা। এই পথযাত্রার নেতৃত্ব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে রবিবার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণী অঞ্চলে তৃণমূল কার্যালয়ে প্রস্তুতিসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি অনুপ মাহাত, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা রোহিণী অঞ্চল সভাপতি মথুর মাহাত, নির্মল নায়েক, মণি নায়েক-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভায় মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের পরিকল্পনা ও পথযাত্রার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। নেতারা জানান, এই প্রতিবাদ-মিছিল শুধুমাত্র ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন নয়, এটি বহিরাগত শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। ৭ অগাস্ট মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে জানানো হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে তৃণমূল কর্মী-সহ সাধারণ মানুষদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের আশ্বাস, দুদিনের এই কর্মসূচি ঝাড়গ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠবে।

■ সাঁকরাইলে অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়ে প্রস্তুতিসভায় বিধায়ক-সহ জেলা নেতারা।

বাংলার ভোট রক্ষা : দুর্গাপুরে ব্লক তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে আলোচনায় মন্ত্রী, বিধায়ক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ২ ব্লকের ১৮৯টি বুথের বিএলএ ২, কর্মী ও নেতৃত্বদের নিয়ে 'বাংলার ভোট রক্ষা' শিরোনামে ভোটার তালিকা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা শিবির হল। তালিকা সংশোধনে আসছে এসআইআর। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে চিঠি দিয়ে বিএলএদের নামের তালিকা তৈরি করতে বলেছে। শনিবার এই বিষয়েই দুর্গাপুর ২ ব্লক তৃণমুলের উদ্যোগে বাংলার ভোট রক্ষা শিরোনামে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনাসভা হল দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমুল সভাপতি ও বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান হরেরাম সিং, ভি শিবদাসন দাসু প্রমুখ নেতৃত্ব। সভায় সব নেতাই গুরুত্ব দেন নির্বাচন কমিশনের বিজেপির হয়ে কাজ করার বিষয়ে। বক্তারা বলেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করতে চাইছে, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। কেন ভোটাধিকার রক্ষা নাম তা নিয়েও জেলা নেতৃত্ব তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। এই বিষয়ে বুথভিত্তিক তৃণমূল কর্মীদের দায়িত্ব কতটা গুরুত্বপুর্ণ তাও সবিস্তার বলা হয়। বিহারে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল নেতৃত্ব দলের কর্মীদের সচেতন করেন, কীভাবে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। কার্যত আলোচনাসভায় উঠে আসে প্রতিটি বুথের ভোটার তালিকা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে লড়ার বিষয়ে। এ নিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশকে মাথায় রেখে সবাইকে পদক্ষেপ করতে হবে।

■ আলোচনাসভায় বক্তব্যরত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

ডেবরা বাজারে আইএনটিটিইউসির মিছিল

সংবাদদাতা, ডেবরা : রবিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকে ডেবরা বাজার আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা ও মারধরের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল হল। এই মিছিলে ছিলেন ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি সিতেশ ধাড়া, ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি সেখ সাবির আলি, অঞ্চল সভাপতি মদন শিং, অঞ্চল যুব সভাপতি সলমান শাহ, ছাত্রনেতা ঋত্বিক পাত্র-সহ অন্যরা।

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস রামনগরে মহামিছিল

■ মিছিলে বিধায়ক অখিল গিরি, সুপ্রকাশ গিরি প্রমুখ।

সংবাদদাতা, রামনগর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রাজ্যজুড়ে চলছে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে চলা ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মহামিছিল করল তৃণমূল। শনিবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে রামনগর ১ ব্লক তৃণমূল এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই মিছিল হয়। মিছিলে পা মেলান স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরি, কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি-সহ অন্যরা। প্রায় দু কিলোমিটারের এই প্রতিবাদ মিছিলে দলের কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক পা মেলান। মিছিল শেষে পথসভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান নেতারা। সুপ্রকাশ গিরি বলেন, বিরোধী দলনেতা এখন কন্যাসুরক্ষা যাত্রা করছেন। আমি ওঁকে ওড়িশায় গিয়ে এই যাত্রা করতে বলব। ওদের শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীরা হেনস্থার শিকার হবেন, মেয়েদের উপর অত্যাচার চলবে আর সব ছেড়ে উনি আমাদের এই বাংলায় লোক দেখানো কন্যাসুরক্ষা যাত্রার নামে অশান্তি বাড়ানোর ছক কষবেন এটা হতে পারে না।

কলেজে পড়ুয়াদের জন্য রাজ্যের খাদ্যছায়ার সূচনা বিধায়কের

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুরের সেরা কলেজগুলির অন্যতম ডেবরা কলেজ। এই কলেজে ডেবরা ছাড়াও পিংলা, সবং, পাঁশকুড়া ও খড়্গপুর ২ ব্লকের পড়ুয়ারা পড়তে আসে। প্রতিদিন সকালে অনেকেরই বিভিন্ন জায়গায় কোচিং থাকে ডেবরার বিভিন্ন এলাকায়। তারপর তাঁদের কলেজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ডেবরার হোটেল বা কলেজে শুকনো খাবার খেতে হত। এবার সেই সমস্যার সমাধান হল। রাজ্য সরকারের খাদ্যছায়া প্রকল্পে এবার কলেজ পড়ুয়াদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। স্বল্প খরচে সবজি-ভাত, মাছ-ভাত, ডিম-ভাত ও মাংস-ভাত পাওয়া যাবে এই ক্যান্টিনে। সকাল সাড়ে দশটা থেকেই খাবার পাওয়া যাবে। শনিবার এর উদ্বোধন করলেন ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর। সঙ্গে ছিলেন ডেবরা কলেজের অধ্যক্ষা রূপা দাশগুপ্ত, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ সিতেশ ধাড়া, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সেখ সাবির আলি-সহ অন্যরা। বিধায়ক জানান, অনেকেই বহু দূর থেকে সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিকমতো খাবার পায় না। হোটেলে বেশি টাকা দিয়ে খেতে হয়। সেই সমস্যা আর হবে না। এই খাদ্যছায়া ক্যান্টিনে তাজা খাবার সকাল সকাল পেয়ে যাবে। অধ্যক্ষা রূপা দাশগুপ্ত জানান, সরকারের কিছুটা সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তাই একটু কম টাকায় ভাল মানের খাবার ক্যান্টিন থেকে দিচ্ছি। পাশাপাশি যারা হোস্টেলে রয়েছে তারাও এই খাবার পেয়ে যাবে। এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রান্না করছেন। তাঁদেরও একটা কাজ হল। সব মিলিয়ে ক্যান্টিনের খরচে ঘাটতি পড়বে না। বরং আগামী দিনে চাহিদা আরও বাড়বে।

■ ক্যান্টিন উদ্বোধন করলেন বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর।

আমার বাংলা
4 August, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টানা বৃষ্টিতে জলবন্দি ইন্দাসের একাধিক গ্রাম

কমিউনিটি কিচেন চালু পুলিশের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জল জমে প্লাবিত বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলবন্দি একাধিক গ্রামের বহু পরিবার। এবার সেই পরিবারগুলিকে স্থানীয় হাইস্কুলে সরিয়ে সেখানে কমিউনিটি কিচেন শুরু করল বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার পুলিশ। উপর্যুপরি নিম্নচাপের জেরে এমনিতেই নাকাল অবস্থা সাধারণ মানুষের। তার উপর গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জমা জলে দুরবস্থা ইন্দাস ব্লকের গোকুলচক ও শান্তাশ্রম গ্রামের বহু পরিবারের। কিছু পরিবারের অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে বাড়িতে রান্না করার জায়গাও নেই। কাঁচা বাড়ি হওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষদের চিহ্নিত করে শনিবার দুপুর থেকেই স্থানীয় গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করে ইন্দাস থানার পুলিশ। সেখানেই আপাতত কমিউনিটি কিচেন চালু করে দুর্গতদের দু'বেলা খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, একদিকে ওই দুটি গ্রামের কিছু পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়ায় এবং অন্যদিকে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় তাঁদের স্থানীয় হাইস্কুলে সরাতে হয়। দুর্যোগ কাটলে দুর্গতদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

স্কুলে চালু পুলিশের কমিউনিটি কিচেনে দুর্গতদের পঙ্‌ক্তিভোজ।

আউশগ্রাম বিধানসভার দীর্ঘনগর ২ সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের জয়ে কর্মীদের সঙ্গে বিজয়োল্লাসে মাতেন বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, জেলা যুব তৃণমূল সহ-সভাপতি শান্তাপ্রসাদ রায়চৌধুরি, অঞ্চল সভাপতি-সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বর্ধমান শহরের বুড়িবাগান এলাকায় প্রতিবাদ সভা।

গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে উপস্থিত বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী-সহ প্রশাসন আধিকারিকরা।

পুরুলিয়ার কাশীপুরে আমাদের পাড়া কর্মসূচিতে উপচে পড়ল সাধারণ মানুষের ভিড়।

গেঁওখালিতে রোজ সন্ধ্যায় রূপনারায়ণের ইলিশের টানে ভিড়

সংবাদদাতা, গেঁওখালি : রূপনারায়ণের টাটকা সুস্বাদু ইলিশের টানে বর্তমানে সন্ধে হলেই রোজ ভিড় জমছে পূর্ব মেদিনীপুরের রূপনারায়ণ নদী তীরবর্তী গেঁওখালিতে। রূপনারায়ণের একদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া। অপরদিকে পূর্ব মেদিনীপুর। এই তিন জেলার প্রায় ১২০টির বেশি নৌকা ইলিশের টানে বের হয়। তাতেই অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছরে মৎস্যজীবীদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠছে রূপালি শস্য। এতে একদিকে যেমন মুখে হাসি ইলিশ ব্যবসায়ীদের, তেমনই ভোজনবিলাসী ইলিশপ্রেমী মানুষের চোখেমুখে আলাদা উচ্ছ্বাস। গেঁওখালি, অমৃতবেড়িয়া, দনিপুর, নারায়ণগঞ্জ, তমলুক-সহ রূপনারায়ণ তীরবর্তী এলাকার প্রায় ২৫০ মৎস্যজীবী ইলিশ আহরণের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের দাবি, এবার ব্যান পিরিয়ড শেষে নদীতে মাছ ধরা শুরুর সময় ইলিশ কিছুটা কম মিললেও আষাঢ়ের শেষ এবং শ্রাবণের শুরু থেকে ইলিশের অভাবনীয় উজান দেখা দিয়েছে রূপনারায়ণে। রোজ সকাল হলেই মৎস্যজীবীরা বেরিয়ে পড়ছেন ইলিশ ধরতে। সন্ধেয় নৌকা নিয়ে ফিরে আসেন গেঁওখালির মৎস্য আড়তগুলিতে। সেখানেই টাটকা ইলিশ পেতে দূরদূরান্তের মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। ১ কেজির নিচের ইলিশের দাম প্রতি কেজি প্রায় ৭০০-৮০০ টাকা। ১ থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত ইলিশের দাম ১২০০-১৫০০ টাকা পর্যন্ত। ২ কেজির কাছাকাছি ইলিশের দাম ১৯০০- ২০০০ টাকা কেজি। গেঁওখালির আড়ত মালিক রাজু কলা বলেন, শ্যামপুর, গাদিয়াড়া, নুরপুর থেকেও মৎস্যজীবীরা আমাদের এখানে ইলিশ নিয়ে আসেন। শনিবার সকালে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে রূপনারায়ণে জাল ফেলেছিলেন শম্ভুনাথ মণ্ডল, অমলেশ দোলুই, শিবশঙ্কর মণ্ডলরা। সন্ধ্যায় প্রায় ২৭ কেজি ইলিশ নিয়ে আড়তে আসেন তাঁরা।

আমার পাড়া শিবিরে সহায়তায় বিডিও

সংবাদদাতা, দাসপুর : রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আবার একবার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি নিল শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ২ ব্লকের অন্তর্গত গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েত। ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রবীরকুমার শিট ও জেলা পরিষদ সদস্য সৌমিত্র সিংহরায় উপস্থিত থেকে সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পরিষেবাগুলি পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড-সহ মোট ৩৭টি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করান এলাকার বহু মানুষ।

পাথরে ছবি এঁকে লক্ষ্মীলাভের আশায় জামডহরির মহিলারা

প্রতিবেদন : ঝাড়গ্রামের সীমানা ঘেঁষা জামডহরি গ্রামের ৭০০ মিটার দূরেই বইছে খরস্রোতা কূপন নদ। ঝাড়খণ্ডের উচ্চভূমি থেকে উৎপত্তি হয়ে এই নদ মিশেছে জামবনির নাগদি এলাকার ডুলুং নদীতে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে অজস্র কোয়ার্টজাইট পাথর। তাকে কাজে লাগিয়ে আদিবাসী ও জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক প্রণব সাহু। সম্প্রতি জামবনির জামডহরি গ্রামে একদিনের কর্মশালায় গ্রামের মহিলা ও স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের পাথরের উপরে ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দিতে সপরিবার এসেছিলেন নারায়ণগড়ের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

সুধীর মাইতি। কিছুটা দেখিয়ে দিতেই রং-তুলি দিয়ে পাথরের গায়ে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার ছবি এঁকে ফেলেন গ্রামের দেবী মাণ্ডি, শ্রাবণী মাণ্ডি, সারন্তী হাঁসদারা। তাঁদের কথায়, এখন বাড়িতে কাজের ফাঁকেই দিব্যি এঁকে ফেলতে পারব। শিল্পী সুধীর মাইতি জানান, ওঁদের ছবি আঁকার প্রতিভা থাকায় অল্প সময়ে বিষয়টি রপ্ত করে নিয়েছেন। ছবি আঁকা পাথর বাজারজাত করার লক্ষ্যে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের কাছে বসা বিক্রেতাদের ছাড়াও জেলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে পাঠানো হবে। কূপন নদে প্রচুর পরিমাণ কোয়ার্টজাইট, চুনাপাথর ও স্লেটপাথর থাকায় কাঁচামালের কোনও ঘাটতি ঘটবে না। ২০২০-তে ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সংস্থা এই গ্রামটিকে দত্তক নেয়। গ্রামের লোকজন কৃষিকাজে দক্ষ। সেই কারণে তাঁদের মাছ চাষ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকাজ, সয়াবিনের বীজ থেকে দুধ তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আনারস, আম ও সবেদার বাগান তৈরি হয়। ২০২৪-এ জামডহরিকে গ্রামীণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলা হয়েছে।

আজ বাবাই ফিরছেন ঘরে

প্রতিবেদন : অবশেষে মুখে হাসি ফুটল পরিবারের। রবিবার সকালে মুম্বই থেকে ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলেন ডায়মন্ড হারবারের পরিযায়ী শ্রমিক বাবাই সরদার। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকার পর বাবাইয়ের গলা শুনে খুশি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের জুলপিয়ার বাসিন্দা বাবাইয়ের পরিবার। বিষ্ণুপুর থেকে কাজ করতে মুম্বই গিয়েছিলেন বাবাই। এরই মধ্যে খবর আসে তাঁকে বাংলাদেশি বলে ক্যাম্পে আটকে রেখেছে পুলিশ। ঘটনার কথা শুনে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বাবাইয়ের খোঁজে চারজনের এক প্রতিনিধি দল পাঠান। বাবাইয়ের ফোন পাওয়ার পরই ওই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বাবাইয়ের বাবা দেবু সরদার। এদিকে বাবাইয়ের নথিপত্র দেখার পর তাঁকে ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে সোমবারই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজ্যে ফিরছেন বাবাই। দেবু সরদার জানান, সকাল ১১টা নাগাদ ছেলে ফোন করে। আমি কেমন আছি, মা কেমন আছে, বাড়ির সকলে কেমন আছে জানতে চায়। ছেলে জানায়, নাগপুরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাকেও একটি ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। বাবাই জানায়, আধার কার্ড দেখানোর পরেও ওরা ছাড়েনি। ভোটার কার্ড নিয়ে নিয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফোনে সমস্ত নথিপত্র পাঠাতে বলেছে। ক্যাম্পে ঠিকমতো তাঁদের খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে না। শুধুই বাংলাদেশি বলছে এবং খারাপ ব্যবহার করছে। দেবু সরদার আরও জানান, ওদের দাবিমতো, হোয়াটসঅ্যাপে তিনি ছেলের জন্ম সার্টিফিকেট, স্কুল সার্টিফিকেট, তাঁর ও তাঁর বাবা অর্থাৎ বাবাইয়ের দাদুর ভোটার লিস্ট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সমস্তকিছুই পাঠিয়ে দেন।

গরুচুরিতে খোঁজ বিজেপি নেতাদের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর: গত বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে গরু চুরির সন্দেহে মারধরের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করে কোকওভেন থানার পুলিশ। রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় মহানন্দা পল্লির বাসিন্দা ধৃত কিরণ মান এবং এনটিএস থানা এলাকার বাসিন্দা বাসুদেব বাদ্যকরকে। শনিবার এই কাণ্ডে দীপক দাস ও অনীশ ভট্টাচার্যকে বিধান পার্ক থেকে কোকওভেন থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। ঘটনায় যুব মোর্চার নেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেললাইনের উপরে পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার সুন্দরগড়ে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, মাওবাদীরাই পেতে রেখেছিল বিস্ফোরক। কারণ ঘটনাস্থলের কাছে মিলেছে কিছু মাওবাদী পোস্টার

বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ

গর্জে উঠল অসম তৃণমূল কংগ্রেসও

প্রতিবেদন : বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে অসমেও আন্দোলনে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার অসমের শিলচর ও হাইলাকান্দিতে ধরনা-অবস্থান মঞ্চ থেকে বঙ্গবিদ্বেষী বিজেপিকে একহাত নেন তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব। তিনি বলেন, বাংলার পর অসমেও শুরু হয়েছে আন্দোলন, শীঘ্রই তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তাই সাবধান বিজেপি।

তিনি আরও বলেন, ধর্মের নামে, ভাষার নামে, সম্প্রদায়ের নামে বিভাজন করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চাইছে বিজেপি। বাংলাদেশি বিতাড়নে লম্বা লম্বা ভাষণ দিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে তারা। যেমন কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ, তেমনি অসমে ব্যর্থ হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এনআরসি করে অনুপ্রবেশকারীদের ধাক্কা দিয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠাবেন বলেছিলেন, কিন্তু এখনও এনআরসিকেই মান্যতা দিতে পারেননি তাঁরা। সর্বদিকে ব্যর্থ মোদি-শাহ এখন যেখানেই বাংলাভাষী মানুষ দেখছেন, তাঁদেরই বাংলাদেশি বলে দেগে দিচ্ছেন। যাঁরা বাংলায় কথা বলেন, তাঁদের নিস্তার দিচ্ছেন না। বিদেশি তকমা গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছেন। আর অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মা শুরু করেছেন উচ্ছেদ অভিযান। তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব সাফ জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস বিদেশি বিতাড়নের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু বিভাজনের রাজনীতি করে প্রকৃত ভারতীয়দের হয়রানি করা কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না।

সুকৌশলে প্রশ্ন এড়াচ্ছে কেন্দ্র, নেই কোনও সদুত্তর

ভীত মোদি সরকারকে সংসদে উচিত শিক্ষা দেবে তৃণমূল

প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে আলোচনা থেকে পালাচ্ছে মোদি সরকার। ভয় পেয়েছে সরকার। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইভাবে ব্যাহত হচ্ছে সংসদের অধিবেশন। রবিবার এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের এবং দেশের মানুষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে একটার পর একটা প্রশ্ন রাজ্যসভা এবং লোকসভায় তুলে ধরছেন তৃণমূল সাংসদরা। কিন্তু মোদি সরকার হয় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, না হলে অসম্পূর্ণ উত্তর দিচ্ছে। কোনও প্রশ্নেরই কোনও সদুত্তর নেই। ডেরেকের কটাক্ষ, আসলে সংসদে কীভাবে আলোচনা চালাতে হয়, সেই পদ্ধতি শেখানো দরকার মোদি সরকারকে। সামনের সপ্তাহেই সংসদে আমরা সরকারকে শিক্ষা দেব কেমন করে আলোচনা চালাতে হয়। ডেরেক রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে সাফ জানিয়ে দেন, রাজ্যের এবং দেশের জনগণের সমস্যা তুলে ধরতে তৃণমূল সংসদে অবশ্যই সরব থাকবে। কেন্দ্র এড়িয়ে গেলেও সাংসদরা অবশ্যই গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশ্ন তুলবে। কতরকমের জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কীভাবে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের কাছে কোনও সদুত্তর পাননি তৃণমূল সাংসদরা তা স্পষ্ট হয়েছে গত ১০ দিনেই। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে তৃণমূল সাংসদরা প্রশ্ন তুলেছিলেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ

ইস্যুতে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য, চার লেনের জাতীয় সড়ক বিস্তারিত প্রোজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে জানতে চান আবু তাহের, সমগ্র শিক্ষায় বাংলার বকেয়া টাকা নিয়ে প্রশ্ন করেন সাংসদ বাপি হালদার, বাংলার ৩৮% জাতীয় সড়ক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈরি হয়নি, নিজের প্রশ্নের মাধ্যমে কেন্দ্রকে তা জানিয়েছেন সাংসদ খলিলুর রহমান। এছাড়া দামোদর নদীতে কোনও খননকার্য হয়নি কেন, প্রশ্ন তোলেন সাংসদ দীপক অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমে বাংলাকে চলতি বর্ষে দেওয়া হয় কেন, প্রশ্ন তোলেন ইউসুফ পাঠান। এর আগে সৌগত রায়ের প্রশ্নেও নাস্তানাবুদ হয়েছে মোদি সরকার। তিনি জানতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদ যোজনায় ২৫ শতাংশেরও কম বরাদ্দকৃত অর্থ বাংলাকে দিয়েছে কেন্দ্র। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকে ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন কেন্দ্র, প্রশ্ন তোলেন সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। মনরেগা থেকে বাংলার নাম কেন্দ্র কেন বাদ দিয়েছে সেই প্রশ্ন তুলে ধরেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। এইমস কল্যাণীতে ৪৫% শূন্যপদ রয়েছে কেন, প্রশ্ন করেন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মস্থলে হত্যা করা হচ্ছে এই সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রের কাছে জানতে চান তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্রের বকেয়া টাকা পায়নি কেন বাংলা, প্রশ্ন করেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। এছাড়াও জাতীয় স্তরে আধাসামরিক বাহিনীতে ১ লক্ষ শূন্য পদ নিয়ে প্রশ্ন করেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, বসন্তকুঞ্জ জয়হিন্দ কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযানের নামে বিদ্যুৎ এবং পরিষেবা কেটে দেওয়ার বিষয় দিল্লি প্রশাসন অস্বীকার করেছে, এনিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাংসদ জুন মালিয়া। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে সরকারের গ্যারান্টি এবং পরিকল্পনা কী জানতে চান সাংসদ বাপি হালদার।

একইভাবে সামনের সপ্তাহেও সংসদে এবং বাইরে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবির এসআইআর নিয়ে সোচ্চার হবে। এসআইআর ইস্যুতে নোটিশ দিয়েছে তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। দিল্লিতে সোমবার সকালে বিরোধী শিবিরের ফ্লোর নেতারা নিজেদের মধ্যে স্ট্যাট্রেজি বৈঠক করবেন। সোমবার সকালে তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের বিরোধী দলগুলো সংসদের মকরদ্বারের সামনে ধরনা প্রদর্শন করবে এসআইআরের বিরুদ্ধে।

মৃত্যু হল ওড়িশার অগ্নিদগ্ধ নাবালিকার

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত ওড়িশার পুরীতে ১৫ বছরের এক নাবালিকার গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে তাকে ভুবনেশ্বর ও পরে ২০ জুলাই দিল্লি এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর হার মানল ওই নাবালিকা। শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। ঘটনায় বিজেপি রাজ্যে আরও একবার নারীসুরক্ষার আসল ছবিটা ফুটে উঠল। আর কতজন মহিলা হেনস্থার শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে ঘুম ভাঙবে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর? প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। গত ১৯ জুলাই বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার পথে তিন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে নাবালিকাকে নদীর ধারে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়। জ্বলন্ত অবস্থায় ছুটতে থাকে সে। প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছিলেন, মুখে-গলায় কাপড় জড়ানো, হাত-বাঁধা অবস্থায় রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছিল অগ্নিদগ্ধ নাবালিকা। দুষ্কৃতীরা ততক্ষণে চম্পট দেয়। প্রথমে স্থানীয় হেলথ সেন্টার, পরে এইমস ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে। অবনতি হওয়ায় এয়ারলিফ্ট করে তাকে পাঠানো হয় দিল্লির এইমসে। শরীরের ৭৫ শতাংশই পুড়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। অবশেষে শনিবার রাতে শেষ হল সব লড়াই।

ঘেরাও অভিযানের প্ল্যাকার্ডে অভিষেকের মন্তব্য

প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রতিবাদে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই ৮ অগাস্ট দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবে তৃণমূলের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের বিরোধী শিবির। এই আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা এবং মন্তব্য। সংসদে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন এসআইআর নিয়ে। তাঁর ভাষায়, এটা আসলে

'সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং'। অভিষেকের এই অসাধারণ উক্তিকেই ৮ অগাস্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচিতে ব্যানার, পোস্টার স্লোগানের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাইছে ইন্ডিয়া শিবির। সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং লেখা ব্যানার, পোস্টার হাতে কমিশন অবধি মার্চ করবেন ইন্ডিয়া ব্লকের কংগ্রেস, আরজেডি, শিবসেনা, ডিএমকে-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী দলগুলো। স্বাভাবিকভাবেই এক বিশেষ এবং নতুন মাত্রা পেতে চলেছে নির্বচন কমিশন ঘেরাও আন্দোলন।

সরযূ ক্যানেলে গড়িয়ে পড়ল গাড়ি, নিহত ৩ শিশু-সহ ১১ জন

প্রতিবেদন: মর্মান্তিক! রবিবার সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১১ জন যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলার বেলওয়া বহুতা এলাকার কাছে। জানা গিয়েছে, একটি এসইউভি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ ক্যানেলের মধ্যে পড়ে যায়। গাড়িতে চালক-সহ মোট ১৫ জন যাত্রী ছিলেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, তারমধ্যে তিনজন শিশু। বাকি চারজনকে গুরুতর অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা সকলেই সিহাগাঁও গ্রাম থেকে খাগুপুরের পৃথ্বীনাথ মন্দিরে যাচ্ছিলেন। পথে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরযূ ক্যানেলে পড়ে যায়। সংবাদ পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দারা নেমে পড়েন উদ্ধারের কাজে। পুলিশ ও

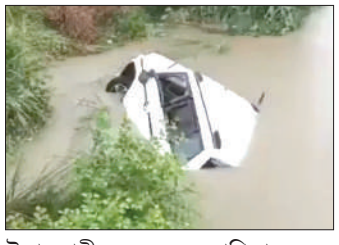

উদ্ধারকারী দলের সহযোগিতায় ডুবে যাওয়া গাড়ি-সহ যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কুলগাঁওয়ে তিন জঙ্গিকে গুলি করে মারল সেনা

প্রতিবেদন: জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম ৩ জঙ্গি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে 'অপারেশন অখল'। এখনও পর্যন্ত খতম করা হয়েছে মোট ৬ জঙ্গিকে। তিনদিন ধরে কুলগাঁওয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় চলছে অভিযান।

শনিবারের পর রবিবারও ভারতীয় সেনা, কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপির যৌথবাহিনী চালায় অপারেশন। গুলি করে মারে ৩ সন্ত্রাসবাদীকে। যদিও তারা কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত তা এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনা হয়নি। সেনাসূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা মারফত জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পাওয়ামাত্রই শুক্রবার থেকে কুলগাঁওয়ের বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন অখল শুরু করে। সেনার তল্লাশি টের পেয়েই জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে। পালটা জবাব দেয় ভারতীয় জওয়ানরা। এখনও পর্যন্ত শনি ও রবি মিলিয়ে মোট ৬ জন জঙ্গির মৃত্যুর খবর মিলেছে।

দেশ বিদেশ

4 August, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিহারে যখন ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এসআইআর-এর মাধ্যমে, তামিলনাড়ুতে তখন ৬.৫ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম যোগ করা হয়েছে ভোটার তালিকায়। অভিযোগ পি চিদম্বরমের। তাঁর মন্তব্য, দেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক চরিত্র বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে কমিশন

পাকিস্তানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

হত ৫ শিশু, জখম অন্তত ১৫

৭ বছরের শিশুকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিল পাক সরকার

প্রতিবেদন: ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পাকিস্তানে প্রাণ হারাল ৫টি শিশু। মর্টার শেল নিয়ে খেলছিল অবুঝ শিশুরা। আচমকাই বিস্ফোরণ। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ৫টি ছোট্ট শরীর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ৫ শিশুর। গুরুতর জখম হয়েছে আরও অন্তত ১৫ জন। বেশিরভাগই শিশু। নিকটবর্তী হাসপাতালে তারা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। মর্মান্তিক এই ঘটনাটা ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। তবে এই বিস্ফোরণকে নিছকই দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নেপথ্যে জঙ্গি নাশকতার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছে প্রশাসন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে খাইবার পাখতুনখোয়ায়।

কারণ এই প্রদেশে বরাবরই সক্রিয় স্বাধীনতাকামী জঙ্গিরা। বালুচিস্তানের মতোই এই প্রদেশের একটা বড় অংশের মানুষ ইসলামাবাদের শাসন মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন না। সামরিক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, কোনও বড় ধরনের নাশকতার লক্ষ্যে ওই জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছিল শক্তিশালী মর্টার। দুর্ঘটনাস্থলের খুব কাছেই লাক্কি মারওয়াত জেলার সদর থানা। মর্টারটি পরীক্ষা করে দেখছেন বম্ব স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে স্বাধীনতাকামী বালুচিস্তানের শিশুদের প্রতিও পাকিস্তান সরকার কতটা নির্মম হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। শাহবাজ সরকারের রোষানল থেকে রেহাই পেল না ৭ বছরের এক শিশুও। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। বালুচিস্তানের তুর্বত অঞ্চলের ঘটনা। শিশুটিকে জঙ্গি বলে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদবিরোধী কড়া আইন। গুলজার দোস্ত নামে এক মানবাধিকার কর্মীই প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। বালুচিস্তান তো বটেই, নিন্দার ঝড় ওঠে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন মহলে।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পহেলগাঁও-জঙ্গির শেষকৃত্য

গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে পালাল লস্কর কমান্ডার

প্রতিবেদন: সেনার গুলিতে নিহত পহেলগাঁও-কাণ্ডের জঙ্গির শেষকৃত্যে যোগ দিতে গিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে দলবল নিয়ে পালাল লস্করের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার। বন্দুক উঁচিয়ে হুমকি দিয়েও কোনও লাভ হল না। তবে পহেলগাঁও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পাকযোগ স্পষ্ট হল আরও একবার।

সোমবার শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গলে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে যে ৩ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল তারমধ্যে জিবরান ওরফে হাবিব তাহিরের শেষকৃত্য হয় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের খাইগালা গ্রামে। সেখানে হাজির হয়েছিল লস্কর-ই-তইবার বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় জঙ্গি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য

লস্কর কমান্ডার রিজওয়ান হানিফ। কিন্তু গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে দলবল নিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দিতে বাধ্য হল হানিফ। জানা গিয়েছে, ভারতীয় সেনার গুলিতে নিহত তাহির ছিল লস্করের পুরোভাগের জঙ্গি। সেই কারণেই তার শেষকৃত্যে পাক মদতপুষ্ট বিভিন্ন জঙ্গি নেতাদের আনাগোনা নজর কেড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েও পড়েছে সেই দৃশ্য। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, জঙ্গি নেতাদের মধ্যে অন্তর্কলহও সেদিন প্রকট হয়ে উঠেছিল। হানিফের উপস্থিতি সেদিন ভালভাবে নেয়নি তাহিরের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা। হানিফকে তারা বাধা দিলে রীতিমতো গন্ডগোল বেধে যায় সেখানে। বন্দুক বের করে তাহিরের পরিবার এবং গ্রামবাসীদের দিকে তেড়ে যায় হানিফের লোকজন। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে শেষপর্যন্ত এলাকা ছেড়ে চম্পট দিতে বাধ্য হয় তারা।

৩০০ কোটির দোরগোড়ায় ‘সাইয়ারা’

প্রতিবেদন: তীব্র ঘৃণা থেকে প্রেমের জন্ম, সেই প্রেম হারিয়ে যাওয়ায় জীবনের অতলে তলিয়ে যাওয়া, নাকি ভালবাসার জোরেই মনের মানুষের সঙ্গে মধুর মিলন— ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমার ভিড়েও আজও রোমান্টিক ড্রামা যে মানুষের মন জয় করতে পারে তা প্রমাণ করে দিল মোহিত সুরির ‘সাইয়ারা’। মাত্র ৯ দিনেই প্রায় ৩০০ কোটির কাছাকাছি ব্যবসা করে ফেলল এই ছবি। সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পরিচালক খাবার বিলি করে আনন্দ ভাগ করে নিলেন অসহায় ও দুঃস্থদের সঙ্গে। বলিউড

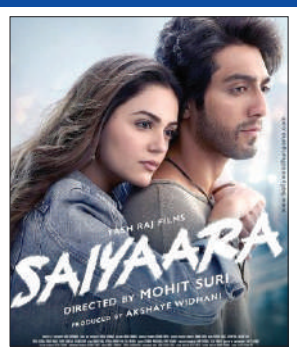

এখন আর শুধু সুপারস্টার-নির্ভর নয়, সে-কথার প্রমাণ অনেকদিন আগেই মিলেছে। নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে এই সিনেমায় যে আবেগ তুলে ধরেছেন মোহিত তার সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে দর্শক। দেশের তরুণ প্রজন্ম এ সিনেমা দেখে প্রচণ্ড খুশি। রোমান্স আর বিরহের মিউজিক্যাল ড্রামায় মুগ্ধ সিনে-প্রেমীরা। ‘সাইয়ারা’ ছবির গানের সঙ্গে রীতিমতো গলা মেলাতেও দেখা গিয়েছে দর্শকদের। অহন পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা তাঁদের প্রথম ছবিতেই নিজেদের অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করে দিয়েছেন, একথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন সুপারস্টার আমির খান। বড়পর্দায় ‘সাইয়ারা’ মুক্তি পেয়েছিল ১৮ জুলাই।

অন্ধ্রে পাথর খাদানে ধস, হত ৬ শ্রমিক

প্রতিবেদন: রবিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশে পাথর খাদানের ধসে মৃত্যু হয়েছে ৬ শ্রমিকের। গুরুতর

জখম হয়েছেন আরও ১০। সকলেই ওড়িশার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাপতলা জেলার বল্লিকুরবায় সত্যকৃষ্ণ পাথর খাদানে। অভিযোগ, পাথর খাদানে সুরক্ষাবিধি মানা হয়নি। গুরুতর জখম সকলকেই ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে।

বাংলা নাকি বাংলাদেশি ভাষা

(প্রথম পাতার পর)

কুণাল ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এটা কোনও ভুল নয়— এটি একটি ইচ্ছাকৃত অপমান, পরিকল্পিত চক্রান্ত। সব জেনে-বুঝে বাংলা ভাষাকে অপমান করার জন্য বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে এই কাজ করা হয়েছে। বিজেপি বাংলার লজ্জা, দেশের লজ্জা। ধিক্কার বিজেপিকে।

মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, যে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে জাতীয় স্তোত্র, যে ভাষায় রচিত হয়েছে জাতীয় সঙ্গীত, যে ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে ধ্রুপদী ভাষার, সেই শতাব্দীপ্রাচীন ভাষাকে অপমান করার অধিকার কারও নেই। বাংলা ভাষাকে অপমান করা মানে ভারতের সংবিধানকে অপমান করা, ভারতের অখণ্ডতাকে অপমান করা, ভারতের সার্বভৌমত্বকে অপমান করা। হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাকে এভাবে অপমান করতে পারেন না। আমাদের বাংলাদেশি তকমা দিতে পারেন না। হিন্দি মহান ভাষা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, ওঁরা বাংলা লিখতেন বলেই কি তাঁরা বাংলাদেশি?

কুণাল ঘোষ বলেন, এটা বাঙালিদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। সংবিধান ও ৮ নম্বর তফসিল, অনুচ্ছেদ ৩৪৩-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। তাঁর স্পষ্ট কথা, ‘বাংলাদেশি ভাষা’ নামে কোনও ভাষা নেই। ভাষার নাম বাংলা। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ২২টি স্বীকৃত ভাষার একটি বাংলা। আমাদের দাবি স্পষ্ট যে, এই চিঠি যিনি পাঠিয়েছেন সেই তদন্তকারী অফিসারকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে। পুলিশ ও কেন্দ্র সরকারের দায়িত্বে থাকা অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে। কালবিলম্ব না করে এই ইচ্ছাকৃত ভুলের সংশোধন করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সাফ জানিয়েছে, যদি অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কার? অমিত শাহের বিএসএফের। আর তারাই দেশে বাঙালিদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। বাংলা ভাষাকে পরিচয়হীন করে দেওয়ার নোংরা চক্রান্ত চলছে। কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষী ভারতবাসীকে নিজেদের দেশেই বহিরাগত হিসেবে তুলে ধরার অপচেষ্টা চলছে। বিজেপি, দয়া করে ভুলে যাবেন না, বাংলা ভাষায় সারা বিশ্বে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ কথা বলেন।

দেশবিরোধী, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলেন, লেখেন। ভারতীয় সংবিধান এই ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এই ভাষাকেই কি না বলা হচ্ছে বাংলাদেশি ভাষা! বাংলার মানুষ জবাব দেবেন। সমস্ত বাংলাভাষীদের অপমান করতেই এই চিঠি। কেউ এমন ভাষা ব্যবহার করতে পারে না যা আমাদের সকলকে হেয় ও অপমানিত করে। কেন্দ্রে বসে রয়েছে বাংলাবিরোধী সরকার। আমরা প্রতিবাদ করছি। সকলে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করব। এদের লক্ষ্য বাংলা এবং বাংলাভাষীদের অপমান করা। বরদাস্ত করব না এই বেয়াদপি।

বাংলাকে হেয় করা হচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এখনই তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অমিত দত্তকে সাসপেন্ড করা হোক। সেই সঙ্গে ক্ষমা চাক দিল্লি পুলিশ, বিজেপি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলা এবং বাঙালিরা ভারতীয়। বাংলা আমাদের গর্ব। আমাদের বাঙালি সত্তাকে কেউ যদি আঘাত করে তাহলে বাঙালি তার শেষ দেখে ছাড়বে।

আত্মঘাতী কুঁদঘাটের প্রৌঢ়

(প্রথম পাতার পর)

ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। বাংলার মানুষকে ভাতে মারার, জানে মারার, জল ছেড়ে মারার চেষ্টা করছে। বিজেপিই দিলীপের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়েছিল। ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে, এই আশঙ্কা থেকেই মর্মান্তিক ঘটনার পরিণতি।

রবিবার সকালে দিলীপের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তে পাঠায়। তিনি ভাই-বোনেদের বলতেন, তাঁরা সরকারি চাকরি করেন, তাঁদের চিন্তা নেই। কিন্তু তাঁর তো সেটাও নেই। কিন্তু তাতেও তিনি আশ্বস্ত হননি। বলতেন, আমাকে যদি বাড়ি ছেড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হয়, তাহলে বাঁচব না। তারপর থেকেই আতঙ্ক শুরু হয়। শনিবার রাতে স্ত্রীকে অন্য ঘরে শুতে বলে একা শুয়েছিলেন। রবিবার ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে দিলীপের ঝুলন্ত দেহ দেখা যায়। বাংলাদেশে জন্ম হলেও ১৯৭২ সালে বাংলায় চলে আসেন দিলীপবাবুরা। বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি রয়েছেন। ভাগ্নেবউ পিঙ্কি সাহা জানিয়েছেন, মামার মতো পরিণতি যেন কারও না হয়। অরূপ জানিয়েছেন, পরিবারটির পাশে থাকবে রাজ্য সরকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার অবনীন্দ্র সভাঘরে শ্রুতিঅঙ্গন পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত রুশো মিত্র স্মারক বক্তৃতায় আলোচক ছিলেন রত্না মিত্র। পরিচালনা করেন অলোক মুখোপাধ্যায়

খোলা হাওয়া

কিশোর কুমার স্মরণ

» ৪ অগাস্ট কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী কিশোর কুমারের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে ৩১ জুলাই কলকাতার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান 'জীবন কে হর মোড় পে'। উদ্যোগে বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন, রাজেশ্বরী ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, রেড ক্রিয়েটিভ আর্ট অ্যান্ড ইভেন্ট। ব্যবস্থাপনায় শ্যাম সরকার। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিত কুমার, শৈলজা সুব্রহ্মমনিয়ম, অলোক কাটডারে, কিশোর সোধা (ট্রাম্পেট) এবং কিশোর কুমারের নাতনি অমিত কুমারের মেয়ে মুক্তিকা গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, বাবার স্মরণে অমিত কুমারের বিশেষ অ্যালবাম 'বাবা মেরে'র শীর্ষসঙ্গীতে মুক্তিকার গানে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এইদিনের অনুষ্ঠানে কিশোর কুমারের পাশাপাশি আরেক কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোসলের গানেরও উদযাপন করা হয়। কিশোর কুমার এবং আশা ভোসলে একসঙ্গে অনেক ডুয়েট গান গেয়েছেন। গানের পাশাপাশি ছিল স্মৃতিচারণা। গানের গল্প বলেন অমিত কুমার। উপস্থাপনায় ছিলেন আর জে অরবিন্দ।

ওরাল হাইজিন ডে

» সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চের উদ্যোগে উদযাপিত হল ওরাল হাইজিন ডে। সোনারপুরের একটি স্কুলে প্রায় ৮০০ বাচ্চার মুখ-গহ্বরের চেকআপ করা হয় এবং ওরাল হাইজিন কিট প্রদান করা হয়। এছাড়াও কে এস ডি জৈন ডেন্টাল কলেজে একটি সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পৌরসংস্থার ডেপুটি মেয়র তথা বিধায়ক অতীন ঘোষ।

আবৃত্তি আখ্যান শ্রুতিনাট্য

» সোদপুর 'কথার বাড়ি' ১ অগাস্ট আয়োজন করে 'মেঘ দাঁড়ানো উইন্ডস্কিন'। সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে। কবি নাট্যকার ধনঞ্জয় ঘোষালকে স্মরণ ও তাঁর রচনা এবং সম্পাদনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় গুহঠাকুরতা, সৌমিত্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৃণালকান্তি দাসকে স্মারকসম্মান অর্পণ করেন 'কথার বাড়ি'র কর্ণধার শিউলি ঘোষাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদগ্ধজনেরা একমত শিক্ষার্থীদের গান, আবৃত্তি, আখ্যান, শ্রুতিনাট্য বেশ তারিফযোগ্য। পাপড়ি চক্রবর্তী, অবন্তিকা মুখার্জি, শিউলি ঘোষালদের আন্তরিক উপস্থাপনায় গুণিজনেরাও মুগ্ধ।

চোখের ভেতর মাছরাঙা

» বর্ণিল মঙ্গলময়ীর বিক্ষিপ্ত উৎসবের মাঝেই সাহিত্যজগতে তরঙ্গ তুললেন নামখানা বিডিও অফিসের বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মী ও কবি ধ্রুববিকাশ মাইতি। বিয়ের সিঁদুর দানের পরই প্রকাশিত হল তাঁর দশম কাব্যগ্রন্থ 'চোখের ভেতর মাছরাঙা', যা একালের সামাজিক ও সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণাকে ছাপিয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করল। গত বছর বাংলা ভাষায় একদিনে পাঁচটি ভিন্ন ঘরানার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের রেকর্ড গড়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ জায়গা করে নেওয়া এই কবি-সরকারি কর্মী, তাঁর ব্যক্তিগত আনন্দকে সাহিত্য আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছেন। 'চোখের ভেতর মাছরাঙা' আজ শুধু একটি বই নয়, এটি বিয়ের আনন্দের মঞ্চকে সাহিত্য-সামাজিক আন্দোলনের 'জাগরণ মঞ্চ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল।

মত-বিনিময় সভা

» সম্প্রতি বিধাননগরের 'শুভান্ন' হল-এ রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি মত-বিনিময় সভা। বিষয় 'ধর্ষণের প্রতিরোধ'। রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছতে চায় কমিশন, এ ধরনের মত-বিনিময় চক্র সেই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ উইমেনস, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ ও গুরুদাস কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা। রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, সভ্যতার একটি স্তরে, মানুষ যখন বন্যজীবন কাটাত, সভ্যতার আলোর সঙ্গে ছিল না কোনও সংস্পর্শ, তখন পুরুষ ও নারীর বেঁচে থাকার মধ্যে তারতম্য ছিল না। ক্ষমতার কাঠামোয় পুরুষ যে উপরে, নারী যে নিচে, পুরুষের মর্জিতে চলতে বাধ্য সেই বোধ তৈরি হয়েছে আরও পরের ধাপে, কৃষি সভ্যতা পেরিয়ে, নগর সভ্যতা যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ তৈরি করল, তখন। আর এখনও পুরুষ মনে করে, নারীর জীবন তারই নিয়ন্ত্রণে চলে। 'ধর্ষণ' আসলে সেই জোর খাটানো মানসিকতার প্রতিফলন। যা অন্যপক্ষের সম্মতির তোয়াক্কা করে না। নারীর অস্তিত্বকে মর্যাদা দেয় না। তবে এমন মত-বিনিময় যত চলতে থাকবে, তত একপেশে ভাবনার অচলায়তনে ফাটল ধরানো যাবে। কমিশনের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা মন খুলে কথা বলেন, সমস্যার কথা বলেন। কমিশন আশ্বাস দিয়েছে, মহিলাদের যে কোনও সমস্যায় পাশে থাকার।

রক্তদাতা দিবস উদযাপন

» বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন, সম্প্রীতির আবেদন ও রক্তের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে রক্তদানের প্রসার ঘটাতে ২৭ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে নেতাজি সুভাষদ্বীপ প্রাঙ্গণে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির বর্ধিত রাজ্যসভা ও মুর্শিদাবাদ জেলা সংগঠকদের নিয়ে প্রকাশ্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধন করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, এই সংগঠনের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে বিশেষ কর্মসূচি চলছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩১ জুন পর্যন্ত প্রায় ৬০০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে।

সম্প্রীতি-বিষয়ক সংখ্যা

» যখন মানুষে-মানুষে রেষারেষি চলছে, সেই সময়ে বহরমপুরের জন্মদিন সাহিত্য পত্রিকার সম্প্রীতি-বিষয়ক সংখ্যা শান্তির সাদা পতাকা ওড়াল। সল্টলেকে নিজের বাসভবনে ঘরোয়া পরিবেশে পত্রিকা প্রকাশ করেন কবি জয় গোস্বামী। এই পত্রিকাগোষ্ঠী দুই দশক ধরে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামে সাহিত্যে পুরস্কার দিয়ে আসছে। উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের আনন্দধারা প্রকল্পের অধিকর্তা ডাঃ সুকান্ত সাহা, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কৌশিক ঘোষ, পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক রাজীব ঘোষ। বহরমপুর বাবুলবোনা রোড থেকে ২৬ বছর ধরে এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রীতি সংখ্যায় দুটি কবিতা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাও স্থান পেয়েছে। নিবন্ধ রয়েছে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী, অর্ণব সাহা, কৌশিক ঘোষ, রফিকুল হাসান, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আবুবাক্কার সিদ্দিকী প্রমুখের। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শেখর রায়।

রাভাস ২০২৫

» সংকল্প 'নৃত্যায়ন'-এর উদ্যোগে ২৯ জুলাই রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হল নৃত্যানুষ্ঠান 'রাভাস ২০২৫'। ভাবনা ও নির্দেশনায় ছিলেন সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী নৃত্য বন্দে মাতরম্-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ছিল গুরুপ্রণাম। প্রখ্যাত ওড়িশি নৃত্যগুরু, পদ্মবিভূষণ গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের পুত্র, রাজ্য সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গুরু রতিকান্ত মহাপাত্রকে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও সংবর্ধিত করা হয় তপতী চৌধুরী, সুতপা তালুকদার, অলকানন্দা রায়, প্রমিতা মল্লিক, গৌরী বসুকে। এরপর ছিল সংকল্প নৃত্যায়নের ছাত্র-ছাত্রীদের ওড়িশি নৃত্য পরিবেশনা। বিশেষ আকর্ষণ ছিল গুরু রতিকান্ত মহাপাত্রর একক নৃত্য পরিবেশনা 'দীনবন্ধু'। দ্বিতীয়ার্ধে ছিল আরও এক আকর্ষণ, নৃত্যনাট্য 'তুঁহু মম মাধব'। এটা একটা নৃত্যনাট্য, যেখানে রাধা-কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমলীলা ভক্তির অন্তরঙ্গ রূপে উঠে এল। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এই নতুন ভাষ্য।

আমরাও গুঁড়িয়ে দিতাম, লেজেন্ডস লিগ ফাইনালের পর পাকিস্তানকে খোঁচা সুরেশ রায়নার

মেসির চোট চিন্তা বাড়াল মায়ামির

ফ্লোরিডা, ৩ অগাস্ট : লিগস কাপে মেক্সিকোর নেকাক্সাকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ২-২। কিন্তু এমন জয়ের দিনেও দলকে চিন্তায় রাখছে লিওনেল মেসির চোট! যার জেরে ম্যাচের ১১ মিনিটেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন মেসি।

দারুণ ফর্মে থাকা আর্জেন্টাইন তারকা ম্যাচের সাত মিনিটে প্রতিপক্ষ বক্সের কাছাকাছি বল নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁকে সেই মুহূর্তে ট্যাকল করেন নেকাক্সার দুই ডিফেন্ডার রাউল সাঞ্চেজ ও আলেক্সিস পেনা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান মেসি। চোটও পান এরপর উঠে দাঁড়ালেন, খুব বেশিক্ষণ খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। মাঠ ছাড়ার সময় মেসির চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ ছিল স্পষ্ট। দলের সেরা তারকার চোট নিয়ে ম্যাচের পর ইন্টার মায়ামির কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো বলেছেন, আগামী কাল স্ক্যান রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে চোট কতটা গুরুতর। আশা করি, লিওর চোট গুরুতর নয়। যদিও আশঙ্কা, তিন থেকে চার সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন মেসি।

মাঠেই চিকিৎসা চলছে আহত মেসির। রবিবার লিগস কাপের ম্যাচে।

এদিকে, মেসি মাঠ ছাড়ার এক মিনিটের মধ্যেই তেলেসকো সেগোভিয়ার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। কিন্তু ১৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন মায়ামির ম্যাক্সিমিলিয়ানো ফ্যালকন। ফলে ১০ জনে হয়ে যায় দল। সেই সুযোগে ৩৩ মিনিটে থমাস বাদালোনিনির গোলে ১-১ করে দিয়েছিল নেকাক্সা। বিরতির পর, ৬০ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন নেকাক্সার ক্রিস্টিয়ান ক্যালদেরন। যদিও ৮১ মিনিটে রিকার্ডো মনরিয়েলের গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মেক্সিকান ক্লাব। তবে ৯২ মিনিটে জর্ডি আলবার গোলে সমতা ফেরায় মায়ামি। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে মায়ামি পাঁচটি শটেই গোল করলেও, নেকাক্সা চারটি শটে গোল করে। মিস করেন বাদালোনিনি।

লিগস কাপের নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে জিতলে পাওয়া যায় ৩ পয়েন্ট। আর টাইব্রেকারে জিতলে ২ পয়েন্ট। ফলে ২ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট আপাতত পাঁচ। পরের ম্যাচ বৃহস্পতিবার পুমাসের বিরুদ্ধে।

আরও পাঁচ বছর খেলে দিতে পারি

অবসর-প্রশ্নে পাল্টা ধোনির

চেন্নাই, ৩ অগাস্ট : অবসরের জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে এমএস ধোনির ঘোষণা, আরও পাঁচ বছর খেলতে পারি!

চেন্নাইয়ের এক অনুষ্ঠানে অবসর নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা রসিকতার ছলেই ক্যাপ্টেন কুল বলেছেন, একটা ব্যাপারে অনুমতি পেয়েছি। মনে হচ্ছে, আরও পাঁচ বছর খেলতে পারব। কিন্তু সমস্যা হল, আমাকে এই ছাড়পত্র দিয়েছে শুধু দৃষ্টিশক্তি। কিন্তু শরীরের ছাড়পত্রও তো দরকার। শুধু চোখ দিয়ে তো আর ক্রিকেট খেলা যায় না!

তবে আগামী আইপিএলে যে তিনিই চেন্নাই সুপার কিংসকে নেতৃত্ব দেবেন, তার ইঙ্গিত এদিন দিয়ে রেখেছেন ধোনি। তাঁর বক্তব্য, গত দুটো বছর আমরা ভাল খেলতে পারিনি। তবে কী কী ভুল হয়েছিল, সেটা বুঝতে পেরেছি। কিছু ফাঁকফোকড় রয়েছে। সেটা ডিসেম্বরের ছোট নিলামে ভরাট করার চেষ্টা করব। ধোনির সংযোজন, আমরা সব সময় পদ্ধতির কথা বলে থাকি। কিন্তু একই সঙ্গে রেজাল্টও গুরুত্বপূর্ণ। শেষ দুটো আইপিএল সিজনে আমরা সেটা পাইনি। এবার সামনের দিকে তাকানোর সময় হয়েছে। আমি আশাবাদী।

চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে ধোনি বলেন, ২০০৫ সালে চেন্নাইয়ে আমার টেস্ট অভিষেক হয়েছিল। তাই এই শহরের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বহুদিনের। সিএসকে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। সময় যত গড়িয়েছে, ততই এই সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। তাই বছরে ৪৫-৫০ দিন আমি এখানে কাটাই। সিএসকে ব্র্যান্ড শুধু ভারতেই নয়, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা বা যে কোনও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশেই সমাদর পায়।

কোপা ব্রাজিলের

কুইটো : নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিয়ে মেয়েদের কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সংযুক্ত সময়ের পঞ্চম মিনিট পর্যন্ত ২-৩ গোলে পিছিয়ে ছিল ব্রাজিলের মেয়েরা। কিন্তু ৯৬ মিনিটে কিংবদন্তি মার্তার গোলে ৩-৩ করে দেয়। অতিরিক্ত সময়ে ফের গোল করে ব্রাজিলকে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন মার্তা। যদিও শেষ মুহূর্তে ৪-৪ করে দেয় কলম্বিয়া। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে দুই দলই তিনটি করে গোল করে। এরপর সাডেন ডেথে ব্রাজিলের লাউনি গোল করলেও, ব্যর্থ হন কলম্বিয়ার কারাভালি। এই নিয়ে মেয়েদের কোপা আমেরিকার ১০টি আসরের মধ্যে ন'টিতেই চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল।

নায়ক হোল্ডার

লডারহিল : প্রথম টি-২০ ম্যাচ হারের পর, দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জেসন হোল্ডারের দাপুটে পারফরম্যান্সে ক্যারিবিয়ানরা ২ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তানকে। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ আপাতত ১-১। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৩ রান তুলেছিল পাকিস্তান। সর্বোচ্চ হাসান নওয়াজের ২৩ বলে ৪০। ক্যারিবিয়ান বোলারদের মধ্যে হোল্ডার মাত্র ১৯ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৫ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ বলে জেতার জন্য প্রয়োজন ছিল তিন রানের। চার হাঁকিয়ে দলকে জয় উপহার দেন হোল্ডার (১০ বলে অপরাজিত ১৬)। তিনিই ম্যাচের সেরা।

সেরা শ্রীশঙ্কর

নয়াদিল্লি : আরও একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে লং জাম্পে সেরা হলেন মুরলী শ্রীশঙ্কর। চোট সারিয়ে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ফেরার পর, এই নিয়ে টানা তৃতীয় টুর্নামেন্টে সোনা জিতলেন ভারতীয় লং জাম্পার। এর আগে ইন্ডিয়া ওপেন ও পর্তুগালে সেরা হয়েছিলেন। এবার আজারবাইজানের কাসানভ মেমোরিয়াল অ্যাথলেটিক্স মিটেও ৭.৯৪ মিটার লাফিয়ে সেরা হলেন শ্রীশঙ্কর। ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুরের ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরির এই টুর্নামেন্টে অবশ্য নিজের সেরা লাফের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি ২৬ বছর বয়সি ভারতীয় অ্যাথলিট। শ্রীশঙ্করের সেরা লাফ হল ৮.৪১ মিটার।

সিনার আমার বন্ধু: আলকারেজ

মাদ্রিদ, ৩ অগাস্ট : 'বিগ ফোর' জমানার অবসানের পর, আন্তর্জাতিক টেনিসে এখন 'বিগ টু' যুগ। কার্লোস আলকারেজ ও জানিক সিনার। চলতি মাসেই শুরু হচ্ছে ইউএস ওপেন। নোভাক জকোভিচের মতো মহাতারকার উপস্থিতি সত্ত্বেও বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামেও বিশেষজ্ঞরা বাজি ধরছেন নতুন প্রজন্মের দুই তারকার উপর।

যাঁদের নিয়ে এত আলোচনা, তাঁদের অন্যতম মুখ আলকারেজ আবার সাফ জানাচ্ছেন, সিনারের সঙ্গে তাঁর যাবতীয় লড়াই কোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোর্টের বাইরে তাঁরা একে অন্যের ভাল বন্ধু। ২২ বছর বয়সী স্প্যানিশ তারকার বক্তব্য, টেনিসের ইতিহাসে প্রত্যেক যুগেই গ্রেটরা উঠে এসেছেন। তাঁদের দ্বৈরথ উপভোগ করেছেন দর্শকরা। এখন সবাই আমাদের লড়াই নিয়ে আলোচনা করছেন। গ্রেটদের সঙ্গে নিজেদের নাম উচ্চারিত হওয়া বড় সম্মানের। ২২ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকার সংযোজন, জানিক আর আমি খুব ভাল বন্ধু। আমাদের যাবতীয় লড়াই কোর্টেই সীমাবদ্ধ। ওখানে আমরা একে অন্যকে হারানোর জন্য নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিই। খেলার বাইরেও আমাদের মধ্যে কথা হয়। আমরা কখনও কখনও একসঙ্গে ট্রেনিংও করি। এত লড়াই সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দুর্দান্ত। আর এটাই টেনিস নামের খেলাটার মাহাত্ম্য।

চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন

রিয়াধ, ৩ অগাস্ট : সময়টা খুব একটা ভাল কাটছিল না ম্যাগনাস কার্লসেনের। সম্প্রতি বেশ কিছু ম্যাচ হেরেছিলেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু। যদিও ফিডে পরিচালিত ইস্পোর্টস দাবা বিশ্বকাপ জিতে মোক্ষম সময়ে ফর্মে ফিরলেন। গ্র্যান্ড ফিনালেতে ফরাসি গ্র্যান্ডমাস্টার আলিরেজা ফিরোজকে দু'টি গেমেই ৩-১ পয়েন্টে হারিয়ে বাজিমাত করেন কার্লসেন। গ্রুপ পর্বে তিনি হারিয়েছেন নোডিরবেক আবদুসাত্তার, জান ক্রিজটফ ডুফাদের। কোয়ার্টার্স ফাইনালে হারান নিহাল সারিনকে। সেমিফাইনালে মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টার হিকারু নাকামুরাকে পরাস্ত করে ফাইনালে উঠেছিলেন কার্লসেন। ফাইনাল হয়েছিল বেস্ট অফ থ্রি ফরম্যাটে। কিন্তু কার্লসেন পরপর দুটো গেম জিতে যাওয়াতে, তৃতীয় গেমের দরকার হয়নি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে কার্লসেনের প্রাপ্তি আড়াই লক্ষ মার্কিন ডলার। যচতুর্থ স্থানে শেষ করেছেন ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসি।

ডি'ভিলিয়ার্স-ঝড়ে উড়ে গেল পাকিস্তান

লেজেন্ডস লিগ ট্রফি নিয়ে ডি'ভিলিয়ার্সদের উৎসব।

বার্মিংহাম, ৩ অগাস্ট : ঝোড়ো সেঞ্চুরি হাঁকালেন এবি ডি'ভিলিয়ার্স। পাকিস্তানকে ৯ উইকেটে হারিয়ে লেজেন্ডস লিগ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৫ রান তুলেছিল পাকিস্তান। ওপেনার শারজিল খান ৪৪ বলে ৭৬ রান করেন। ১৯ বলে অপরাজিত ৩৬ করেন উমর আমিন। রান তাড়া করতে নেমে, ১৬.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৯৭ রান তুলে ১৯ বল হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা। সৌজন্যে ডি'ভিলিয়ার্সের ঝোড়ো ইনিংস। ৪১ বছর বয়সি ডি'ভিলিয়ার্স মাত্র ৪৭ বলে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত ৬০ বলে অপরাজিত ১২০ করে ফাইনালের সেরা ডি'ভিলিয়ার্স। ২৮ বলে ৫০ করে অপরাজিত থাকেন জেপি ডুমিনি। এদিকে, ভবিষ্যতে লেজেন্ডস লিগে খেলবে না পাকিস্তান। রবিবার জানিয়ে দিল পিসিবি। এই টুর্নামেন্টে দু'বার পাক ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেছিল ভারত। তারই ফলশ্রুতি পাক বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, ডি'ভিলিয়ার্সের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক প্রাক্তন তারকা ডেল স্টেইন। তিনি বলছেন, এই বয়সেও ডি'ভিলিয়ার্স যে ফিটনেস ধরে রেখেছে, তাতে অনায়াসে আইপিএল খেলে দিতে পারে।

লেজেন্ডস ক্রিকেট

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিরাজের বলে পরাস্ত হচ্ছিলেন বারবার। ডাকেটকে যশস্বী বললেন, কী হল, তোমার শর্ট দেখতে চাই। জবাব এল, তোমার কথা শুনব কেন?

মাঠে ময়দানে

4 August, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৪ অগাস্ট ২০২৫
সোমবার

ডুরান্ডে আজ সামনে বিএসএফ

টমরা তৈরি, মোলিনার নজরে এবার ত্রিমুকুট

প্রতিবেদন: গত মরশুমের দ্বিমুকুট জয়ের সাফল্য ভুলে নতুন মরশুমে নতুন শুরু চান কোচ জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে সোমবার মোলিনার মোহনবাগানের সামনে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। প্রথম ম্যাচে মহামেডানকে হারানোর রাতেই শহরে এসেছিলেন স্প্যানিশ কোচ। সোমবার কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডাগ আউটে বসবেন মোলিনা। বাগান কোচের লক্ষ্য এবার জোড়া আইএসএল খেতাব ধরে রাখার পাশাপাশি ডুরান্ড জিতে ত্রিমুকুট জয়।

প্রস্তুতি টমের। আজ খেলবেন ম্যাচ।

গত মরশুমের দ্বিমুকুট জয় মাথায় রাখতে চান না মোহনবাগান কোচ। বরং নতুন মরশুমে আরও কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত স্প্যানিশ বস। মোলিনার কথায়, আমি কোথায় আছি, সেটা জানি। মোহনবাগান সবসময় চ্যাম্পিয়ন হতে চায়। কিন্তু গত মরশুমে দ্বিমুকুট জয় অতীত। নতুন মরশুমে আরও পরিশ্রম করতে হবে। গতবারের থেকে উন্নতি করতে হবে পারফরম্যান্সে এবং সাফল্য ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

মোলিনার সংযোজন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু এবং আইএসএলের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছি ডুরান্ড কাপকে। তবে গতবার আমরা ডুরান্ডে রানার্স হয়েছিলাম। এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা করব। বিদেশি নিয়েই বিদেশিহীন বিএসএফের বিরুদ্ধে নামছে মোহনবাগান। গত মরশুমে রক্ষণের দুই স্তম্ভ জোড়া বিদেশি টম অলড্রেড ও আলবার্তো রডরিগেজ ফিট রয়েছেন। দু'জনেরই খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আগে শহরে আসা অলড্রেডের শুরু থেকে খেলার সম্ভাবনাই বেশি। ম্যাচের আগের দিন মোলিনা বললেন, টম ও আলবার্তোর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। মরশুম সবে শুরু। তাই ফুটবলারদের সার্বিক ফিটনেস ভাল জায়গায় নেই। ফিটনেসের উন্নতি দরকার, স্বীকার করছেন বাগান কোচ। টম বললেন, গতবারের সাফল্য ধরে রাখতে চাই। এবার টিমের মধ্যে বোঝাপড়া শুরু থেকে ভাল থাকবে।

রবিবার বিকেলে অনুশীলন দেখে বোঝা গিয়েছে, মহামেডান ম্যাচের দল থেকে প্রথম একাদশে দু'টি পরিবর্তন হতে পারে। অনুশীলনে দীপেন্দু বিশ্বাসের পাশে সেন্টার ব্যাকে টমকে খেলান মোলিনা। দীপক টাংরিকে মাঝমাঠে অভিষেক সূর্যবংশীর পাশে খেলানো হয়। কারণ, আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় সোমবার খেলতে পারবেন না আপুইয়া। দ্বিতীয় পরিবর্তনটি হয়তো উইংয়ে। রাইট উইংয়ে কিয়ান নাসিরির জায়গায় শুরু করতে পারেন ফিট মনবীর সিং। লেফট উইংয়ে লিস্টন কোলাসো। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ডায়মন্ড হারবার আগের ম্যাচে বিএসএফ-কে আট গোল দেওয়ায় মোহনবাগানের লক্ষ্যও এই ম্যাচে বড় জয়।

টেনিস থেকে বিদায় বুচার্ডের

মন্ট্রিয়ল, ৩ অগাস্ট : মন্ট্রিয়ল ওপেনে সুইজারল্যান্ডের বেলিন্ডা বেনসিকের কাছে হেরে টেনিস থেকে বিদায় নিলেন ইউজিন বুচার্ড। হোম ক্রাউডের সামনে তৃতীয় সেট জিতলেও তিনি ম্যাচ হেরেছেন ৬-২, ৩-৬ ও ৬-৪ সেটে। এখানে প্রথম ম্যাচে কানাডার টেনিস তারকা জিতেছিলেন। ২০২৩-এর পর এটা ছিল তাঁর প্রথম জয়। বুচার্ড গত জুলাইয়ে জানিয়েছিলেন ঘরের মাঠে এই টুর্নামেন্টে খেলে তিনি বিদায় নেবেন। তবে বারবার চোট পাওয়ায় বুচার্ডের কেরিয়ার প্রায়শই বাধা পেয়েছিল। এদিন অন্য ম্যাচে পোল্যান্ডের ইগা সুইয়াটেক ৬-৩, ৬-১-এ হারিয়েছেন চিনের গুয়ো হানুয়াকে। আরেকটি ম্যাচে নাওমি ওসাকা প্রচুর লড়ে হারিয়েছেন লুডমিলা স্যামসোনোভাকে। খেলার ফল ৪-৬, ৭-৬ (৮-৬) ও ৬-৩।

সেঞ্চুরির থেকেও দামি আকাশের ৬৬

ব্যাট হাতেও প্রশংসিত বঙ্গ ক্রিকেটার

লন্ডন, ৩ অগাস্ট: ওভাল টেস্টের তৃতীয় দিনে 'নৈশপ্রহরী' আকাশ দীপের ব্যাটিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর সতীর্থরা। ভারতীয় টেলএন্ডারদের ব্যাটিং চিরকালই প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিশেষ করে পেসারদের ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে। সেখানে টেস্টে বাংলার পেসারের প্রথম হাফ সেঞ্চুরির পর ভারতীয় ড্রেসিংরুমে স্বস্তি ধরা পড়ে। কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখে চওড়া হাসি ফুটে ওঠে। আকাশের ৬৬ রানের লড়াকু ইনিংসে মুগ্ধ অধিনায়ক শুভমন গিল এবং দলের ব্যাটিং কোচও।

বিসিসিআই-এর শেয়ার করা এক ভিডিওতে শুভমন বলেছেন, আমার মনে হয় আকাশের এই ৬৬ রান কোনও সেঞ্চুরির থেকে কম কিছু নয়। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে আকাশ দীপের জুটিতে ওঠে ১০৭ রান। এই জুটিতে ভর করেই ইংল্যান্ডের সামনে টেস্ট জেতার জন্য ৩৭৪ রানের লক্ষ্য রাখে ভারত। টেস্টে ভারতীয় নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেছেন আকাশ দীপ।

শুভমন বলেছেন, অনেক দিন ধরেই আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে। সেখানে টেল এন্ডারদের বহুবার বলা হয়েছে, তোমরাও ব্যাটিংয়ে একটু অবদান রাখো বন্ধু। আর কী বলব! আমার মনে হয়, এই ম্যাচে সব পুষিয়ে দিয়েছে। ৬৬ রান সেঞ্চুরির থেকে কম কিছু নয়। আকাশকে একটা কথাই বলেছিলাম, যে বলই তোমার নাগালের মধ্যে থাকুক না কেন, রান করার চেষ্টা করো। ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক বলেন, আকাশকে বলেছিলাম, শেষ দুটো ইনিংসে তুমি অতিরিক্ত ডিফেন্স করতে গিয়ে আউট হয়েছ। জোর করে ডিফেন্স কোরো না। একজন ফাস্ট বোলারকে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাফ সেঞ্চুরি করতে দেখে আমরা খুশি।

নইমদের দাপটে হার ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন: কথায় বলে পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা! রবিবার ব্যারাকপুরে পুলিশের ব্যারিকেডে আটকে হার ইস্টবেঙ্গলের। বড় দলকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করল পুলিশ এসি-র অখ্যাত ছেলেরা। ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পুলিশ। ডার্বি-সহ টানা দুই জয়ের পর প্রিয় দলের এই হার দেখে ম্যাচ শেষে ক্ষোভ, হতাশা উগরে দিয়েছেন সমর্থকরা। লিগে দ্বিতীয় হারের পর কোচ বিনো জর্জকে গো-ব্যাক স্লোগান দেন তাঁরা। এদিন জিতে ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে পুলিশ এসি। ম্যাচ হেরে সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে চাপে পড়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। পুলিশ এসি লিগে এবার মোহনবাগানকেও হারিয়েছে। এবার তাদের কাছে ধরাশায়ী আর এক প্রধান। এদিন দুই অর্ধে দু'টি গোল করে ম্যাচ জিতে নেয় পুলিশ। প্রথমার্ধে গোল করে পুলিশকে এগিয়ে দেন আমিল নইম। মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও গোল ছিল তাঁর। ইস্টবেঙ্গল গোলশোধের মরিয়া চেষ্টা করলেও রক্ষণে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে পারেননি ডেভিড, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে পুলিশ। ৭৫ মিনিটে উজ্জ্বল হাওলাদারের সেন্টার থেকে গোল করে যান মৃণ্ময় মহাপাত্র। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার আদিত্য পাত্র একাধিকবার রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ান। না হলে লজ্জা আরও বাড়তে পারত ইস্টবেঙ্গলের।

দুই গোলদাতা নইম ও মৃন্ময়।

প্রথম জয়ের খোঁজে মহামেডান

প্রতিবেদন: মরশুমের প্রথম জয়ের খোঁজে সোমবার কলকাতা লিগে নতুন লড়াইয়ে নামছে মহামেডান স্পোর্টিং। সামনে পিয়ারলেস। ইনভেস্টর সমস্যা ও ফিফার ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় দিশেহারা মহামেডান মাঠে লড়াই করেও আলোর দিশা দেখতে পাচ্ছে না। ডুরান্ড কাপে টানা দুই হার। তার আগে ঘরোয়া লিগে টানা চার হারের ধাক্কা কাটিয়ে সোমবার পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে মরিয়া মেহরাজউদ্দিনের দল। তবে চোট সমস্যাও পিছু ছাড়ছে না মহামেডানের। ডুরান্ডে ভাল খেলা অ্যাডিসন ও অ্যাশলে কোলির চোট রয়েছে। সোমবার সকালে দু'জনের ফিটনেস দেখে তাঁদের খেলানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে দল। তবে ডিফেন্সে ফিরছেন সাজাদ। মহামেডান টিমের ম্যানেজার দীপেন্দু বিশ্বাস বললেন, ডুরান্ডে হারলেও উজ্জীবিত ফুটবল খেলেছে দল। সেই আত্মবিশ্বাস কলকাতা লিগের ম্যাচে কাজে লাগবে।

শুধু বিগ থ্রি দিয়েই টেস্ট ক্রিকেট এগোবে না: গুচ

আইসিসিকে বার্তা প্রাক্তন ওপেনারের

লন্ডন, ৩ অগাস্ট: সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের উন্নতি করতে হলে শুধু ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াকে খেলিয়ে দিলে চলবে না। বিগ থ্রি-র বাইরে টেস্ট ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এমনই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আইসিসি-কে দিলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক গ্রাহাম গুচ।

পাঁচদিনের টেস্ট ফরম্যাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত কিংবদন্তি ইংরেজ অধিনায়ক। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড নিজেদের মধ্যে বেশি টেস্ট খেলছে। বাকি দলগুলি সিরিজে দুই বা তিনটির বেশি টেস্ট পাচ্ছে না। আশঙ্কা নিয়ে গুচ বলেছেন, আমার মনে হয়, আইসিসি-কে টেস্ট ক্রিকেটে বেশি নজর দেওয়া উচিত। আর্থিকভাবে দুর্বল দেশগুলোর পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায় সেটা দেখতে হবে। আমি বাকিদের ছোট দল বা ছোট দেশ বলব না। বরং বলতে চাই কিছুটা আর্থিকভাবে কমজোরি দল।

৮৯০০ টেস্ট রানের মালিক ৭২ বছরের গুচের সংযোজন, টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে হলে শুধু তিনটে বড় দলের মধ্যে বেশি সিরিজ আয়োজন করে লাভ নেই। নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো অনেক কম টেস্ট সিরিজ খেলে। তাই তাদের দিকটা ভাবতে হবে। কীভাবে বাকিরাও আরও বেশি টেস্ট খেলতে পারে, সেটাও নিশ্চিত করা উচিত।

চলতি ভারত-ইংল্যান্ড উত্তেজক টেস্ট সিরিজ নিয়ে উচ্ছ্বসিত গুচ। তিনি বলেন, অসাধারণ একটি সিরিজ হল এবং টেস্ট ক্রিকেটের জন্য সত্যিই খুব ভাল দিক। কারণ, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের রমরমায় পাঁচদিনের ফরম্যাট বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে।

মাঠে ময়দানে
4 August, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওভালের কমেন্ট্রি বক্সে এসে গুগল সিইও সুন্দর পিচাই বললেন, গাভাসকর বড় নাম। কিন্তু আমি ভক্ত ছিলাম শচীনের!

রোমাঞ্চের মুখে দাঁড়িয়ে ওভাল

ভারত: ২২৪ ও ৩৯৬
ইংল্যান্ড ২৪৭ ও ৩৩৯/৬

লন্ডন, ৩ অগাস্ট: রোমাঞ্চকর মোড়ে দাঁড়িয়ে ওভাল টেস্ট। শেষ দিনে জেতার জন্য ইংল্যান্ডের চাই আরও ৩৫ রান। অন্যদিকে, ভারতের চাই ৪ উইকেট। ভুল বলা হল, আসলে ৩ উইকেট। কারণ কাঁধের হাড় সরে যাওয়াতে ক্রিস ওকস ব্যাট করতে পারবেন না।

রবিবার বৃষ্টির জন্য যখন নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই দিনের খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন দুই আম্পায়ার, তখন ইংল্যান্ডের রান ৬ উইকেটে ৩৩৯। মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণের আগুনে বোলিংয়ের সামনে রীতিমতো কাঁপছেন ক্রিজে থাকা দুই ইংরেজ ব্যাটার জেমি স্মিথ (অপরাজিত ২) ও জেমি ওভারটন (অপরাজিত ০)। হ্যারি ব্রুক ও জো রুটের জোড়া সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ওভালে হঠাৎ করেই কোণঠাসা ইংল্যান্ড।

এমনটা যে ঘটতে চলেছে, সেটা বোঝাই যায়নি যখন ব্রুক ও রুট ব্যাট করছিলেন। এমনকী, ব্রুক সেঞ্চুরি করে আউট হওয়ার পরেও মনে হয়েছে, ইংল্যান্ড সহজেই টেস্ট জিততে চলেছে। ছবিটা পাল্টে যায় টি-এর পর। ৪ উইকেটে ৩১৭ রান হাতে নিয়ে চা-পানের বিরতিতে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। জেতার জন্য দরকার ছিল মাত্র ৫৭ রানের। রুট ৯৮

আউট রুট, উচ্ছ্বসিত প্রসিধ। রবিবার ওভালে।

আর জেকব বেথেল ১ রানে ব্যাট করছিলেন। টি-এর পর খেলা শুরু হলে প্রত্যাশিতভাবেই সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রুট। কিন্তু ৫ রান করে বেথেল ক্লিন বোল্ড হয়ে যান প্রসিধের বলে। এরপর ব্যক্তিগত ১০৫ রানে প্রসিধের বলে খোঁচা দিয়ে রুট আউট হতেই চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড।

এই টেস্ট সম্ভবত আজই জিতে যেতে পারত ভারত। হল না সিরাজের ভুলে। ইংল্যান্ডের ইনিংসের ৩৫তম ওভারের ঘটনা। প্রসিধ কৃষ্ণর বলে পুল মারতে গিয়ে ফাইন লেগে ক্যাচ তুলেছিলেন ব্রুক। বল লুফলেও, শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারেননি সিরাজ। তাঁর পা বাউন্ডারি লাইন স্পর্শ করে ফেলে। ফলে আউট হওয়ার বদলে ছয় রান পেয়ে যান ব্রুক। তিনি তখন ১৯ রানে ব্যাট করছিলেন। জীবন পেয়ে আর পিছন ফিরে তাকাননি ব্রুক। শেষ পর্যন্ত থামলেন ৯৮ বলে ১১১ করে। আকাশ দীপের বলে ব্রুক যখন আউট হলেন ইংল্যান্ড তখন জয় থেকে মাত্র ৭৩ রান দূরে!

এর আগে গতকালের অপরাজিত বেন ডাকেট ও অলি পোপকে প্যাভিলিয়নে ফেরাতে খুব একটা সময় নেননি ভারতীয় বোলাররা। ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর, ৫৪ রান করে প্রসিধের বলে স্লিপে রাহুলের হাতে ধরা পড়েন ডাকেট। ২৭ রান করে সিরাজের শিকার হন পোপ। এর পর ব্রুক আউট হলে রীতিমতো চাপে পড়ে যেত ইংল্যান্ড। কিন্তু সিরাজের ভুলে সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়। ব্রুককে দারুণ সঙ্গ দিলেন রুট। চতুর্থ উইকেটে দু'জনের ২১১ বলে ১৯৫ রানের পার্টনারশিপটাই ইংল্যান্ডকে জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। সেখান থেকে ফের নাটকীয় মোড় নিল ম্যাচ।

লিডসে ৩৭১ রান তাড়া করে জিতেছিল ইংল্যান্ড। ওভালে কি সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে? না কি, শেষ হাসি হাসবে ভারত! উত্তর পাওয়া যাবে সোমবার।

রোহিতের বার্তা পেয়েই সংযমী সেঞ্চুরি যশস্বীর

লন্ডন, ৩ অগাস্ট : ওভাল টেস্টের তৃতীয় দিন দর্শকাসনে ছিলেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় টেস্ট দলের প্রাক্তন অধিনায়কের একটি কীর্তি তাঁর সামনেই স্পর্শ করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। গ্যালারিতে ছিলেন যশস্বীর বাবা-মা। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করেন রোহিত। লাঞ্চের সময় ড্রেসিংরুমে ফেরার সময় স্ট্যান্ডে থাকা রোহিতকে দেখতে পান যশস্বী। তরুণ ব্যাটার খেলার পর ফাঁস করেন, রোহিতভাই স্ট্যান্ড থেকে তাঁকে ইঙ্গিত করে বার্তা দেন, এভাবেই ব্যাটিং চালিয়ে যাও এবং উইকেটে পড়ে থাকো। যশস্বীও টেস্ট কেরিয়ারের ষষ্ঠ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। প্রথমবার ইংল্যান্ড সফরে এসে দু'টি সেঞ্চুরি এবং দু'টি হাফ সেঞ্চুরি-সহ ৪১.১০ গড়ে ৪১১ রান করেছেন। ২৪ বছরের বাঁ-হাতি ওপেনারের লক্ষ্য, ব্যাট হাতে আরও ধারাবাহিকতা দেখানো। সিরিজে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১০১ রানের ইনিংস খেলার পর বড় রান করার ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। এই জায়গাতেই আরও উন্নতি করতে চাইছেন যশস্বী। তিনি বলেন, প্রথমবার ইংল্যান্ড সফরে এসে আমি আরও কিছু করতে পারতাম। আমার ইনিংসকে আরও বড় করার সুযোগ ছিল। আরও কিছু অর্জন করতে পারতাম। তবে ঠিক আছে। আমাকে আরও ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। ওভালে নিজের ইনিংস নিয়ে যশস্বী বলেন, উইকেটে মশলা আছে। ব্যাটিং উপভোগ করছিলাম। এই উইকেটে কোন শট খেলতে হয় আমার জানা ছিল। প্রস্তুত ছিলাম। তবে আরও বড় রান করতে চেয়েছিলাম। যশস্বীর সংযোজন, আমি অনেক চেষ্টা করেছি এবং ব্যাটিং এখানে উপভোগ করেছি। ক্রিজে গিয়ে সবসময় আমার চেষ্টা থাকে নিজের ব্যাটিং উপভোগ করার। তরুণ তারকা যোগ করেন, ওভালের স্ট্যান্ড থেকে ম্যাচ দেখছিল রোহিতভাই। বলেছিল ক্রিজে থেকে দীর্ঘক্ষণ ব্যাট করতে।

শুভমনকে জামা-টুপি উপহার গাভাসকরের

লন্ডন, ৩ অগাস্ট : অক্ষত থেকে গেল সুনীল গাভাসকরের ৫৪ বছরের পুরনো রেকর্ড। মাত্র কুড়ি রানের জন্য তা ছুঁতে পারলেন না শুভমন গিল। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চার টেস্টে ৭৭৪ রান করেছিলেন গাভাসকর। যা এখনও একটি টেস্ট সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রানের রেকর্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে আর একটু হলেই সানির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন শুভমন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি থামেন ৭৫৪ রান করে।

যদিও নিজের রেকর্ডের থেকেও শুভমনের পারফরম্যান্সকে এগিয়ে রাখছেন সানি। তাঁর বক্তব্য, শুভমনের ৭৫৪ রান আমার রেকর্ডের থেকে এগিয়ে। কারণ ও এই রান করেছে নেতৃত্বের চাপ সামলে। আমি যখন ৭৭৪ রান করেছিলাম, তখন আমি দলে একেবারে নবাগত। আমার উপর কোনও চাপ ছিল না। ব্যর্থ হলেও কেউ সমালোচনা করত না। কিন্তু শুভমন অধিনায়ক হয়ে এই রানগুলো করেছে। ওর পারফরম্যান্স দলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কিংবদন্তি ওপেনার ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁর রেকর্ড ভেঙে দেবেন শুভমন। তাই নিজের একটি টুপি ও জামা নিয়ে এসেছিলেন উপহার দেবেন বলে। শুভমনের হাতে ওই বিশেষ জামা ও টুপি তুলে দিয়ে গাভাসকর বলেন, আমি নিশ্চিত ছিলাম, তুমি আমার রেকর্ড ভেঙে দেবে। অল্পের জন্য পারলে না। পরের সিরিজে নিশ্চয়ই পারবে।

ওভালে কনিষ্ঠের হাতে স্নেহের উপহার অগ্রজের।

গাভাসকরের হাতে একটি কালো রংয়ের ব্যাগ ছিল। সেখানে থেকে লাল রংয়ের একটি টুপি বের করে শুভমনের হাতে তুলে দেন সানি। বলেন, খুব বেশি লোককে আমি এই টুপি দিই না। এতে আমার সই রয়েছে। এটা এখন তোমার। আর একজন এসজি লেখা জামাটা আমাকে দিয়েছিল। জানি না এটা তোমার গায়ে হবে কি না।

ক্যাচে মন ছিল না সিরাজের: পন্টিং

লন্ডন, ৩ অগাস্ট : বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়িয়ে হ্যারি ব্রুকের ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন মহম্মদ সিরাজ। সেই ক্যাচ পরে ভারতের জন্য খুব দামি হয়ে গেল।

রবিবার ম্যাচের ৩৫তম ওভারের প্রথম বলের ঘটনা। প্রসিধের বল টপ এজ নিয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছিল সিরাজের হাতে। তিনি বল ধরে পিছনে গিয়ে দড়ির উপর পা ফেলে দেন। তারপর ব্যালান্স রাখতে না পেরে বাইরে চলে যান। কিন্তু তিনি কী করে পিছনে গেলেন? কী চলছিল তাঁর মাথায়? এই প্রশ্ন তুলেছেন রিকি পন্টিং। তিনি ওভালে কমেন্ট্রি বক্সে ছিলেন।

পন্টিং বলেছেন, সিরাজ কী ভাবছিল? ও বোধহয় ক্যাচ নিয়ে ভাবছিল না। ওকে তো এগিয়ে এসে ক্যাচ ধরতে হয়নি। অথচ, কী দামি হয়ে গেল এই ক্যাচ। ব্রুক তখন খুব ভাল খেলছিল। পন্টিং বুঝতেই পারছেন না ম্যাচের এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এভাবে ক্যাচ হাতছাড়া হয় কী করে! ব্রুক শেষ পর্যন্ত আকাশ দীপের বলে আউট হওয়ার আগে ১১১ রান করে যান।

এদিকে, ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী এই সিরিজের টানটান উত্তেজনা খুব উপভোগ করেছেন। পন্টিংয়ের মতো তিনিও কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছেন। শাস্ত্রী বলেন, টেস্ট ক্রিকেটের সেরা অধ্যায় দেখতে পেলাম এই সিরিজে। প্রথম ঘণ্টা মন দিয়ে দেখতে হয়েছে। ভাল বোলিং হয়েছে। মাঠের মধ্যে কথাবার্তাও চলেছে বিস্তর। ফিল্ডাররা চাপের মধ্যে পড়েছে।

এরপর শাস্ত্রী আরও বলেন, ভারতীয় বোলাররা চতুর্থ দিনের শুরুতে কয়েকটি উইকেট তুলে নিয়েছিল। কিন্তু তারপর কাউন্টার অ্যাটাক এসেছে। টানটান ম্যাচে ইংল্যান্ড মোমেন্টাম পেয়ে গিয়েছিল। ব্রুক ঋষভ পন্থের মতো খেলল। আমি ওর অনুমান শক্তির প্রশংসা করি। ব্রুক যেন রান করতেই নেমেছিল।